CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 October 2021 ■ আগরতলা ১২ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ২৬ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নক্ষত্র পতনে রাজ্যের বাম আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি

বিজন ধর চলে গেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। সিপিআই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য বামফ্রন্টের আহ্বায়ক এবং পার্টির প্রাক্তন ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর আজ সোমবার ভোরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, একমাত্র মেয়ে, তাঁর আত্মীয় পরিজন ও অসংখ্য গুনমুগ্ধ।

প্রয়াত বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর। ফাইল ছবি।

আজই সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে তাঁর মরদেহ আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছে। আগামীকাল তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। তাঁর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রয়াতের বাসভবনে গিয়ে তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমব্যথা জানিয়েছেন এবং সান্তনা দিয়েছেন। শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর বিজন ধর কোভিডে আক্রান্ত হয়ে জিবি হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ জটিল আকার ধারণ করায় চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। হাসপাতালের চিকিৎসকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে তাঁর অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে এবং আজ ভোর ৪.০৭-টায় তিনি প্রয়াত হন।

রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত অনন্তকৃষ্ণ ধরের পরিবারে ১৯৫১ সালের ৩ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) কুমিল্লা জেলার বরোরা থানার অন্তর্গত শিয়ালোড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতে রানিরবাজার স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করা এবং তাঁদের একটি রাজ্যভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ষাটের দশকে রাজ্যের উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের অবিসংবাদী সংগঠন এসএফআই-এর সভাপতি ছিলেন বিজন ধর। ১৯৬৯ সালে তিনি সিপিআই (এম)-এর সভ্যপদ লাভ করেন। জরুরি অবস্থার সময় কমরেড বিজন ধর কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলেন। কিন্তু পরে গ্রেফতার হয়ে জেলে অন্তরীণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামফ্রন্টের রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক প্রয়াত বিজন ধরকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

জিবি'র সুপারকে ঘেরাও করলেন ক্যাজুয়েল কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির অনিয়মিত ও কেজুয়াল কর্মীরা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবহেলা ও বদান্যতায় পূজা অগ্রিম ও অনুদান পেল না। তাতে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ক্ষুব্ধ কর্মীরা সোমবার জিবির মেডিকেল সুপারের অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

জিবি হাসপাতালে অনিয়মিত কর্মীরা পূজার আগে অ্যাডভান্স টাকা এবং বোনাস না পেয়ে মেডিকা সুপার এর অফিস ঘেরাও করেন। মেডিকেল সুপারকে ঘেরাও করে তাদের দাবি পূরণের অনুরোধ জানান। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে তারা অ্যাডভান্স বোনাস থেকে বঞ্চিত বলে তারা অভিযোগ করেন। আজকের মধ্যে টাকা প্রদান না করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকা নেই, ব্যাঙ্কের ভিতরে কর্মচারীদের রেখে তালা ঝোলালেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। গোলাঘাটি কাঞ্চনমালা গ্রামীণ ব্যাংক টাকা না পেয়ে ব্যাংকের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল উত্তেজিত জনতা।আজ দেবী দুর্গার মহাষষ্ঠী আগামীকাল থেকে চারদিনব্যাপী শুরু হতে যাচ্ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। তাই পুজোর আনন্দ থাকে একটু ভালোভাবে করার জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের কষ্টার্জিত ব্যাংক থেকে তুলতে যাচ্ছে যাতে এই টাকা দিয়ে পরিবারের সাথে পুজোটা অন্তত একটু ভালোভাবে কাটানো যায়। এদিকে ব্যাংকে গিয়ে সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরছেন। ঠিক এমনই একটি চিত্র আজ উঠে আসলো বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা গ্রামীণ ব্যাংকে।

এই ব্যাংকে মানুষ সকাল থেকেই টাকার জন্য লাইন দিতে থাকে কিন্তু ব্যাংকের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার এবং ক্যাশিয়ার গ্রাহকদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে টাকা দেওয়া যাবে না নেট নেই। তারপরেও মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পুজোতে আনন্দ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তবু নেটের দেখা মেলেনি গ্রাহকদের। যার ফলে গ্রাহকরা ব্যাংকে প্রখর রোদের মাঝেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হচ্ছেনা পরে ব্যাংকের গ্রাহকরা উত্তেজিত হয়ে ব্যাংকের দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

তাদের একটাই দাবি আজকের মধ্যেই তাদের টাকা দিতে হবে। শুধু তাই নয় এই ব্যাংকে বেশ কয়েক মাস ধরেই নেট এর প্রচন্ড সমস্যা রয়েছে এবং ব্যাংকের আপডেট করার মেশিন টিও বেশ কয়েক মাস ধরে খারাপ কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নেই এতদিন ধরে। পাশাপাশি গ্রাহকরা ব্যাংকের এক ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। এই ক্যাশিয়ার অনেকদিন গতিতে কাজ করে থাকে যার ফলে মানুষ দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং গ্রাহকদের সাথে ও সব সময় খারাপ আচরণ করে থাকেন। ব্যাংকের দরজায় তালা ঝুলিয়ে কমপক্ষে ২০০ লোক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। গ্রাহকদের মধ্যে কিছু লোক টাকা না পেয়ে খালি হাতে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে অবরোধ করছে গ্রাহকরা।

ব্যাংক কর্মীদের খামখেয়ালিপনার কারণে দুর্গা পূজার প্রাক মুহূর্তে আজ সোমবার বেলা প্রায় ১২টা বেজে গেলেও লেনদেন শুরু হল না পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সাব্রুম শাখায়। ভোগান্তির শিকার গ্রাহকরা।পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্মীদের খামখেয়ালিপনায় ক্ষোভে ফুসছেন ভোক্তারা। দূরদূরান্ত থেকে আসা গ্রাহকরা নিজের গচ্ছিত টাকা ব্যাংক থেকে তোলার জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সাব্রুম শাখার কেউ কেউ তো সাড়ে নয়টা থেকেই এসে লাইনে দাড়িয়েছেন।কিন্তু ব্যাংকের কাউন্টারে টাকা মিলছে না।

এ ব্যাপারে ব্যাংক কর্মীদের সাথে গ্রাহকরা যোগাযোগ করলে তারা কখনো নেট তো আবার কখনো মেশিন খারাপ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলবিরোধী কাজের জন্য পীযুষ বিশ্বাসকে কংগ্রেস থেকে ছয় বছরের জন্য বহিস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে দল বিরোধী কাজের জন্য ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকজনকে একই অপরাধে দল থেকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পীযুশ বিশ্বাস, তাপস দে , তেজেন দাস ,মহিলা নেত্রী পূর্নিতা চাকমা ছয় বছরের জন্য কংগ্রেস দল থেকে বহিস্কৃত।

সাংবাদিক সম্মেলনে এই বহিস্কারের ঘোষনা দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিংহ। পীযুশ বিশ্বাস এই নিয়ে তিন বার দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য কংগ্রেস দল থেকে বহিস্কৃত হলেন। কংগ্রেস দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোনো নেতা পর পর বহিস্কার হলে তাকে তার জীবদ্দশায় আর কংগ্রেস দলের গ্রহন করা হয় না। সেই হিসেবে পীযুশ বিশ্বাস আর কোনোদিন কংগ্রেস দলে ফিরতে পারবেন না। প্রয়াত অশোক ভট্টাচার্য্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন এক বার বহিস্কৃত হন পীযুষ কান্তি বিশ্বাস।

দলের নির্দেশ অমান্য করে সিপিএমের সাথে যোগ সাজসে হাইকোর্টের বার কাউন্সিল গঠন করার পর তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দিবাচন্দ্র রাঙ্খল দ্বিতীয় বার পীযুশকে বহিস্কার করেন। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহা দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য প্রাক্তন এক্টিং সভাপতি পীযুশ বিশ্বাসকে ছয় বছরের জন্য তৃতীয় বার দল থেকে বহিস্কার করেন। তার সংগে প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে সহ পদত্যাগী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৩-তম বৈঠকও নিষ্ফলা, এলএসিতে অবশিষ্ট এলাকার সমাধানে অসম্মত চিন

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.)।। এই নিয়ে ১৩-তম রাউন্ডের বৈঠকও নিষ্ফলা। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর অবশিষ্ট এলাকার সমাধানে রাজি হল না চিন। সোমবার সকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভারত ও চিনের মধ্যে কোর কমান্ডার পর্যায়ের ১৩-তম রাউন্ডের বৈঠকে, পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবশিষ্ট এলাকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা হয়েছিল। ভারতের পক্ষ থেকে অবশিষ্ট অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, চিন তাতে সম্মত হয়নি এবং কোনও প্রস্তাবও দিতে পারেনি। তাই এই বৈঠকও ফলপ্রসূ হয়নি। উল্লেখ্য, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় শান্তি ফেরাতে রবিবার ১৩-তম রাউন্ডের কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বসেছিল ভারত এবং চিন। রবিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিনা এলাকায় মলডোতে এই বৈঠক হয়।

লাখিমপুর কান্ডে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। লাখিমপুর কান্ডে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবিলম্বে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবীতে এবং মন্ত্রী পুত্রকে দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবীতে কংগ্রেসের উদ্যোগে কৈলাসহরে মৌন মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সোমবার দুপুরে কৈলাসহরের মহকুমাশাসকের অফিসের সামনে কংগ্রেস কর্মীরা একত্রিত হয়ে মৌন মিছিল শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

শারদোৎসব উপলক্ষে ১২-১৫ অক্টোবর জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই ১৩-১৬ অক্টোবর এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে আজ শপথ নেবেন ইন্দ্রজিত মোহান্তি, নতুন বিচারপতি নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তিও জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি পদে ইন্দ্রজিত মোহান্তি আগামীকাল শপথ নেবেন। ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ন আর্য্য আগামীকাল দুপুর ১টায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। এদিকে, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশীকে ত্রিপুরা বারের তরফে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ কেন্দ্রীয় ন্যায় ও বিচার মন্ত্রকের বিচার বিভাগ ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি হিসেবে টি এ গৌরের নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তিনি তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট থেকে ত্রিপুরা হাইকোর্টে বদলি হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী রাজস্থান হাইকোর্টে বদলি হয়েছেন। তেমনি রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিত মোহান্তি ত্রিপুরা হাইকোর্টের দায়িত্ব নিচ্ছেন। আজ ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশীকে সম্বর্ধনা দিয়েছেন। তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এদিকে, নতুন প্রধান বিচারপতি আগামীকাল দুপুর ১টায় রাজভবনের দরবার হলে শপথ নেবেন। এদিকে, কয়েকদিনের মধ্যে ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতির পূর্ণ বেঞ্চ হতে চলেছে। কারণ, একজন বিচারপতির শূন্য আসন পূর্ণ হতে চলেছে। রাষ্ট্রপতির অনুমতির পর আজ কেন্দ্রীয় ন্যায় ও বিচার মন্ত্রকের বিচার বিভাগ ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি হিসেবে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি টি এ গৌরের নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। খুব শীঘ্রই তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

পূজার মরশুমে গ্যাসের আকাল শান্তিরবাজারে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ অক্টোবর।। গ্যাসের দাবীতে শান্তির বাজারে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল মহিলারা। শান্তিরবাজারে দীর্ঘকয়েকদিন যাবৎ রান্নার গ্যাসের সমস্যায় ভূগছে শান্তির বাজারের লোকজন।

শান্তির বাজারের লোকজনদের অভিযোগ উনারা প্রতিদিন দুরদুরান্ত থেকে রান্নার গ্যাস সংগ্রহ করতেএসে হতাশাগ্রস্থ হয়ে ঘরে ফিরেযাচ্ছেন। সোমবার গেস অফিসে সকালবেলা এসে দীর্ঘ সময় লাইনদিয়ে গ্রাহকরা যখন জানতে পারে আজ গ্যাস নেই তখন গ্রাহকরা ক্ষুব্ধহয়ে শান্তির বাজার শহরে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে।

গ্রাহকদের একটাইদাবী দ্রুততার সহিত রান্নার গ্যাসের ব্যাবস্থা করতেহবে। অবরোধের কিছু সময় পর গ্যাস এজেন্সির কর্নধার এসে লোকজনদের সঠিকভাবে রান্নার গ্যাসের পরিষেবা পৌঁছে দেবার পতিশ্রুতিদেন। এজেন্সির কর্নধারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গ্রাহকরা পথ অবরোধ মুক্ত করেন।

রাজ্যের পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে মহিলাসহ গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়/ শান্তিরবাজার, ১১ অক্টোবর।। যান দুর্ঘটনায় আহত যুবক। বাইক এবং মারুতি আল্টোর মধ্যে সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত হয় এক যুবক। যুবকের নাম শুকলাল দেবনাথ (৩৭)। বাড়ি চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ব্রজ পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় শুকলাল বাইক নিয়ে বিশালগড় থেকে বিশ্রামগঞ্জ এর দিকে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি মারুতি অলটো গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে বাইকটিকে। গাড়ির ধাক্কায় বাইক থেকে প্রায় ৩ থেকে ৪ হাত দূরে ছিটকে পড়ে শুকলাল দেবনাথ। হাতে পায়ে এবং মাথায় প্রচন্ড ভাবে আঘাত পায় শুকলাল দেবনাথ। পাশেই একটি মাংস দোকান ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাংস ব্যবসায়ী শুকলাল দেবনাথ কে গিয়ে ধরে এবং মাথায় জল দেয়। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা তাকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। ষষ্ঠীর দিনে এই যান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোধন সম্পন্ন, উৎসবের আমেজে সপ্তমীর যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। শুরু হয়ে গেল বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। সোমবার মহাষষ্ঠী। দেবীর বোধন।ঢাক ও কাঁসরের আওয়াজে গমগম করছে চতুর্দিক। যদিও করোনার কারণে গত বছরের মতো এবারও দুর্গাপুজো নিয়ে একাধিক বিধি নিষেধ রয়েছে। তবুও উৎসবের আবহে গা ভাসিয়েছে বাঙালি। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, মহাষষ্ঠীর দিন দেবী দুর্গা তাঁর চার সন্তান — সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ এবং কার্তিককে নিয়ে মর্ত্যে আসেন। এই দিন মায়ের বোধনের পর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এই তিথিতে দেবী দুর্গা পূজিত হন মা কাত্যায়নী রূপে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, দেবীপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে দুর্গার বোধন করে পুজো করেন শ্রীরামচন্দ্র। বোধন শব্দটির অর্থ হল জাগ্রত করা। মর্ত্যে দেবী দুর্গার আবাহনের জন্য বোধনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। এই দিন কল্পারম্ভ-এর মাধ্যমে সূচনা হয় পুজোর। তারপর আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্যে মা-কে বরণ করে নেওয়া হয়। অকাল বোধনের মাধ্যমেই উন্মোচন করা হয় মায়ের মুখ। এরপরই মহা সমারোহে শুরু হয় দুর্গাপুজো। এই দিনটি বাঙালি হিন্দু ঘরের মায়েদের কাছে একটি বিশেষ দিন। কারণ, মায়েরা তাদের সন্তানের মঙ্গল কামনার্থে উমার দ্বারস্থ হন। সন্তানের সমৃদ্ধির জন্য উপোস করে অঞ্জলি দেওয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকেন মায়েরা।

এদিকে, এ বছর দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২১৭৬ টি। এর মধ্যে শহরে পূজা ৮৬৫ টি।

গ্রাম অঞ্চলে পূজার সংখ্যা ১৩১১ টি। আগরতলা শহরতলি এলাকায় পুজো হবে ৫৫৪ টি। শান্তিপূর্ণভাবে পুজোর দিনগুলি সম্পূর্ণ করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ৪২৪২ জন টি এস আর, ৩৪১৮ জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হবে। জনগণের সহায়তার জন্য আগরতলা শহরে ৫০ টি পুলিশ সহায়তা বুথ শহর, সারা রাজ্যে মোট ১৫৭ টি পুলিশ সহায়তা বুথ থাকবে। আগরতলায় ২৫ টি টাওয়ার সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৯৮ টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ৭৮ টি সিসিটিভি স্থাপন করা হবে। সরকার রেল স্টেশনগুলিতে পুজো দিনগুলির জন্য বিশেষ নিরাপত্তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে আটটি মেজর থানা এলাকায় সিআরপিএফ -এর মোট ৮ প্লাটুন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১১ ◻ ১২ অক্টোবর
২০২১ ইং ◻২৬ অক্টোবর ◻ মঙ্গলবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মহামিলনের উৎসব

হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করিয়া সর্বত্র আনন্দ-উল্লাসের জোয়ার।ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বোধনের মধ্য দিয়া শারদ উৎসবের সূচনা হইয়াছে। মঙ্গলবার মহাসপ্তমী। সোমবার সন্ধ্যা রাতে বহুসংখ্যক পূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হইয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্টজনেরা বিভিন্ন পূজা মন্ডপ এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।বোধনের সন্ধ্যা রাত থেকেই রাজধানী আগরতলা শহর আলোকমালায় সজ্জিত। সর্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের মধ্যে উন্মাদনা। রীতিমত করোণা ভাইরাসের কোন ধরনের তোয়াক্কা না করিয়া পূজা দেখিতে মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত হইয়াছে। শারদ উৎসব বা দুর্গাপূজা হিন্দু বাঙালীদের প্রধান উৎসব হইলেও এখন শুধুমাত্র বাঙ্গালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসব জাতি উপজাতি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতি-ধর্ম-বর্ণ মানুষের মিলন উৎসবে পরিণত হইয়াছে।

দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে পালিত হইয়া থাকে। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ও বাংলাদেশে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। এমনকি ভারতের অসম,বিহার, ঝাড়খণ্ড,মণিপুর এবংওড়িশা রাজ্যেও দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হইয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রবাসী বাঙালি ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজ নিজ প্রথামাফিক শারদীয়া দুর্গাপূজা ও নবরাত্রি উৎসব পালন করে। এমনকি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কর্মসূত্রে বসবাসরত বাঙালিরাও দুর্গাপূজা পালন করিয়া থাকেন।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, 'মহাসপ্তমী', মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় 'দেবীপক্ষ'। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া। এই দিন হিন্দুরা তর্পণ করিয়া তাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হইল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিন হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও পনেরো দিন ধরিয়া দুর্গাপূজা পালিত হয়।

পারিবারিক স্তরে দুর্গাপূজা প্রধানত ধনী পরিবারগুলিতেই আয়োজিত হয়। পারিবারিক দুর্গাপূজাগুলিতে শাস্ত্রাচার পালনের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষে বাড়িতে আত্মীয়-সমাগম হইয়া থাকে। অন্যদিকে আঞ্চলিক স্তরে এক একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা যৌথভাবে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তাহা বারোয়ারি পূজা বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। মুলত দেবী দুর্গাকে মাথায় রাখিয়াই দেশমাতা বা ভারতমাতা বা মাতৃভুমির জাতীয়তাবাদী ধারণা বিপ্লবের আকার নেয়। দেবী দুর্গার ভাবনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম গানটি রচনা করেন যাহা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন সর্বজনীন পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকিতেন। এখন সর্বজনীন পূজায় 'থিম' বা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। থিমগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিয়া বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে 'শারদ সম্মান' নামে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়।শারোদৎসব সকল মানুষের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বইয়ে নিয়া আসুক এটাই প্রার্থনা রইলো।

দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, কোভিড-বিধি মেনে চলার আহ্বান

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সেই সঙ্গে সকলকে সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্য দফতরের জারিকৃত কোভিড-বিধি মেনে পুজোর আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান জানান তিনি।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উপাদান হল আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজজীবন শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত হয়ে মূল্যবোধ তথা মানবতাবোধের আধারে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রগতিশীল সমাজ হিসেবে পরিচিত। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন পরিক্রমায় উৎসব-পার্বণ ইত্যাদি ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শরৎকাল অতি মনোরম। এই শরৎকালে পালিত শারদীয় দুর্গোৎসব কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসবই নয়, এই উৎসব হল ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবিক অনুভূতিতে সমৃদ্ধে এক মহামিলনের উৎসব। এই উৎসব অপশক্তি নাশ করে সত্য প্রতিষ্ঠায় এক যুগজয়ী উৎসব। প্রকৃতির এই উৎসবমুখর তথা বিনন্দিত পরিবেশে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ার পথ সুদৃঢ় করে। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, শারদীয় দুর্গোৎসব সমাজের বিদ্যমান শান্তি-সম্প্রীতি, প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধের ধারা আরও সুদৃঢ় করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেবে।

একই বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী সকলকে সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্য দফতরের জারিকৃত কোভিড-বিধি মেনে পুজোর আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ মুহূর্তে কোভিডের সংক্রমণ কিছুটা স্তিমিত হলেও এর বিভীষিকা পুরোপুরি শেষ হয়নি। তাই প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক পরার পাশাপাশি কোভিড-কারফিউ বলবৎ হওয়ার আগে সব ধরনের কার্যসূচি সম্পন্ন করারও আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। এ প্রসঙ্গে তিনি সকলকে কোভিডের দুটি ডোজ নিতে আর্জি জানিয়েছেন।

পুজোর মুখে হাইলাকান্দিতে করোনায় আক্রান্ত চার, মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা প্রশাসনের

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ গত মাসখানেক ধরে কার্যত একেবারেই নিম্নমুখি অর্থাৎ শূণ্যের কোঠায় ছিল। কিন্তু দুর্গোৎসবের অনাবিল আনন্দে যখন গা ভাসাচ্ছেন বাঙালিরা, ঠিক সে সময় কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়লো শহর হাইলাকান্দিতে। সোমবার জেলায় চারজনের শরীরে কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়েছে। চারজনই ধরা পড়েছেন আরএটি পরীক্ষায়।

দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন আজ সোমবার চারজনের শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ায় ফের করোনা আতঙ্ক গ্রাস করতে শুরু করেছে হাইলাকান্দিতে। তবে ওই স্থানটি মাইক্রো কনটেন্টমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন। এদিন শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ মিশন রোডের একই বাড়ির চারজনের শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে দুজনের বয়স ৩৫ বছরের কাছাকাছি। বাকি একজনের বয়স ৪৭ এবং অপরজনের ৩০। তবে ওই এলাকাকে মাইক্রো কনটেন্টমেন্ট জোন ঘোষণা করে জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা এক নির্দেশে জানিয়েছেন, মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোনে প্রবেশে কঠোর নীতি নির্দেশিকা বলবৎ করা হয়েছে। যে কোনও ধরনের গাড়ির প্রবেশ ও ব্যক্তির চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। ওই এলাকায় কোনও ধরনের জনসমাগম, সভা, বৈঠক বাতিল করা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়া সবধরনের পরিষেবা বন্ধ থাকবে। 'অসম কোভিড-১৯ রেগুলেশন-২০২০'-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সোমবার বিকেল চারটা থেকে জেলাশাসক ওই এলাকায় বলবৎ করেছেন এই নির্দেশ।

আদিবাসীদের দুর্গাপূজা

সুখেন্দু হীরা

চন্দ্রবংশীয় রাজা সুরথ রাজ্যপাট হারিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একদিন তাঁর অধীনে ছিল এই সসাগরা পৃথিবী। সেই পৃথিবীর অরণ্যের তিনি আজ মুখ লুকিয়েছেন। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয়ে গেল সমাধি নামে এক বৈশ্যের সঙ্গে। সমাধি সাংসারিক জীবনে ছিলেন খুবই ধনলোভী। অথচ সেই সংসারেই স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তিনি আজ অরণ্যচারী। দু'জনে মিলে শান্তি লাভের আশায় উপস্থি হলেন মেধস তথা মেধা মুনির আশ্রমে। মেধা মুনির তাঁদের জাগতিক অসারতা এবং দেবী আদ্যাশক্তির মহিমা কীর্তন করেন। মেধা ঋষির বর্ণিত দেবীমাহাত্ম্য শ্রী শ্রী চণ্ডী নামে খ্যাত। তারপর দু'জনে দেবী মহামায়ার আরাধনা করেন। এজন্য বলা হয় পৃথিবীতে সুরথ রাজাই দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এ বর্ণনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের। এতেই উল্লেখ আছে ১০০ বছর অনাবৃষ্টির কারণে পৃথিবীতে বুর্ভিক্ষ নামে। তখন ঋষিগণের স্তবে তুষ্ট হয়ে আদ্যাশক্তি নিজেক দেহ থেকে শাক উৎপন্ন করে বিশ্ববাসীর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এজন্য দেবী ভগবতীর আরেক নাম শাকম্ভরী। এই কারণে অনেক বিশেষজ্ঞরা দুর্গাকে শস্যদেবী বলেন। অস্বাভাবিক নয়। আমাদের সমস্ত পূজা উৎসব সবই কৃষির উন্নতির কল্পে। অনেক স্থানে দেবীর যে নবপত্রিকা রূপে পূজা হয় তার সঙ্গে এই শাকম্ভরী রূপ মিল খায়। নবপত্রিকায় যে নয়টি উদ্ভিদ থাকে, সেগুলি হল কলা, কচু, হলু, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান ও ধান।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও বৈদিক সাহিত্যে চণ্ডীর কোনও উল্লেখ নেই। বিশেষজ্ঞরা বলেন, চণ্ডী শব্দটি অনার্য ভাষা থেকে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওঁরাও উপজাতির মধ্যে চণ্ডী নামে এক দেবীর উপাসনা করতে দেখা যায়। চণ্ডী বলেন শিকারের দেবী। এছাড়া বীরহোড় উপজাতিরা চাণ্ডীবোঙ্গা নামে এক দেবতার পূজা করে। মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন চাণ্ডীবেঙ্গ। শিকারে যাওয়ার আগে শিকারের সমস্ত সরঞ্জাম ও অস্ত্র রেখে চাণ্ডীবোঙ্গা থানে পূজা করা হয়। এই দুটো ক্ষেত্রে উপাস্য দেবতা বেশির বাগই হল শিলামূর্তি। মথুরার কাছে খ্রিস্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত মহিষাসুরমর্দিনীর প্রাচীনতম মূর্তি পাওয়া গেছে। সেখানে দেবী অস্ত্রহীন। অনেকের ধারণা পুরাণের আদ্যাশক্তি অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে দেবী দুর্গায় পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে অনার্যদের প্রতিনিধি হিসাবে ধরা হয় আমাদের দেশের আদিবাসীদের। এই আদিবাসীদের দ্বারা পরিচালতি কয়েকটি দুর্গাপূজোর কথা এখানে উল্লেখ করা হল।

সুলুঙ্গা হল বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত মাসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন

ঝাড়খণ্ড লাগোয়া একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। এই গ্রামে আদিবাসীদের উদ্যোগে এই পূজা চলছে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। ১৯০৭ সালে মলুটি গ্রাম (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত)-এর জমিদারের কাছ থেকে এই অঞ্চলের জমিদারি কিনে নেন ইংরেজ সাহেব স্ক্রেপশন। এলাকায় তিনি কেরাপ সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি খাজনা আদায়ের জন্য চরম অত্যাচার চালাতেন। যারা খাজনা দিতে পারত না, তাদেরকে জোর করে খ্রিস্টার্ন ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হত অথবা পাঠিয়ে দেওয়া হত অসমে চা বাগানের কুলি হিসাবে। সেখান থেকে ফেরার কোনও উপায় থাকত না। এত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এখানকার সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নেতৃত্ব দিলেন ব্রজ মুর্মু। ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দুর্গাপূজা করার। আসল উদ্দেশ্য সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগঠিত করা। এই পূজার অন্যতম বিশেষত্ব হল ইরেজদের সাদা চামড়া লক্ষ্য করে একটি সাদা পাঁঠা নবমীর দিন বলি দেওয়া হয়। আগে ব্রিটিশ বিরোধীতার জন্য পূজা করা হলেও এখন অবশ্য গ্রামের মঙ্গল কামনা করে পূজা হয়। আদিবাসী পুরোহিত গলায় পৈতে নিয়ে পূজা করেন। পূজার মন্ত্র হল, 'মাগো এবার যেন ভালো ফসল হয়। গ্রামে কারোরই যেন অসুখ-বিসুখ না হয়।' দশভুজা দেবীর হাতে অস্ত্র থাকলেও দেবীর সামনে থাকে নান সব্জি ও আনাজ। এটা সত্যি অভিনব। এলাকার কচিকাঁচা থেকে বয়স্করা সবাই আনন্দে মেতে ওঠে পূজোর কদিন। রামপুরহাট শহর থেকে সুলুঙ্গা গ্রামের দুরত্ব ৩২ কিলোমিটার বর্ধমান, রামপুরহাট রেলপথে মল্লারপুর স্টেশন থেকে সালবাদরা হয়ে সুলুঙ্গা গ্রাম ১৬ কিলোমিটার। ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার পাথরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাথরকাটি গ্রামে লোধা -শহর পরিচালিত একটি দুর্গাপুজা হয়। খড়গপুর থেকে ঝাড়গ্রাম যাওয়ার পথে ৬ ন্য জাতীয় সড়ক (মুম্বাই রোড) ধরে গেলে ঝাড়গ্রাম জেলারয় প্রবেশের মুখেই গুপ্তমনি। খড়গপুর রেল স্টেশন থেকে গুপ্তমণি ২০ কিমি দূরে। এখানে মুম্বাই রোডের ওফরে দেবী গুপ্তমনির থান। মুম্বাই রোডের উপর দিয়ে যাওয়া মালবাহী এবং যাত্রীবাহী গাড়ি চালকদের অন্যতম পূজিত স্থান এটি। পুরোহিত লোধা সম্প্রদায়ের। সারা বছর নতুন গাড়ি পুজা দেওয়ার ধুম লেগেই থাকে। এই গুপ্তমণি থেকে দক্ষিণের গুপ্তমণি কুলটিকরি রাস্তা ধরে ৪ কিলোমিটার গেলে বাঁকড়া চক। সেখানে থেকে এক কিমি বামদিকে পাথরকাটি গ্রাম। এই গ্রামে কিছু পুরাতাত্ত্বিক জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক এই গ্রামে আছে জয়চণ্ডী মন্দির। কামড়া পাথরের তৈরি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটি বোঝা যায়। বিদ্রাহটিও ভগ্ন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা বৌদ্ধ তন্ত্র দেবীর মূর্তি ছিল এটি। বর্তমানে পাশেই একটি নতুন মন্দির আছে। পূজারি লেধা সম্প্রদায়বুক্ত। কিন্তু সমস্কৃতে মন্ত্র পড়েন। এই জয়চণ্ডী মন্দিরে দুর্গাপূজার সময় বার্ষিক পূজা হয় সপ্তমী থেকে দশমী চারদিন। এই দুর্গোৎসবের সময় শুধুমাত্র অষ্টমী পূজার দিন মন্দিরের কর্তৃত্ব থাকে ব্রাহ্মণদের হাতে। এ সময় মেলা বসে মন্দির প্রাঙ্গণে। কথিত আছে, এখানকার শবরদের পূর্বপুরুষ রাম শবর শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। শিকার না পেয়ে এই স্থানে একটি করম গাছের তলায় ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন স্বপ্নে দেবী দশভুজা জানান দেন, এই মাটির নিচে প্রোথিত আছে দুর্গা মূর্তি। রাম শহর তীরের ফলা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে উত্তোলন করেন এই দেবী মূর্তি। তারপর ওই গাছের তলায় মাকরা পাথরের দেবীতে প্রতিষ্ঠা করে পূজা শুরু করেন। নতুন মন্দির তৈরি হলেও করম গাছের নিচে আদি অবস্থান ক্ষেত্র এবং দেবী সংলগ্ন বলির হাড়িকাঠ অক্ষত অবস্থায় আছে। পাটপুর হল বাঁকুড়া জেলাতে খাতড়া থানার অধীন খাতড়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। খাতড়া মহকুমা সদর থেকে দূরত্ব সাত কিলোমিটার। খাতড়া থেকে রানিবাঁধ যাবার পথে সাহেব বাঁধ মোড় থেকে ডানদিকে দেড় কিলোমিটার গেলেই পাওয়া যাবে পাটপুর গ্রাম। এরা ছিলেন বর্তমান রানিবাঁধ থানার অধীন অম্বিকানগর লাজাদের ঘাটোয়াল অর্থাৎ লেঠেল। দুর্গাপূজার সময় পূজার সামগ্রী এবং বলির জন্য চালকুমড়ো ও আখ নিয়ে যেত অম্বিকানগর রাজপরিবারে। একবার বয়াবহ বন্যায় কংসাবদী নদী পারাপারের উপায় ছিল না। তাই অম্বিকানগর যাওয়া সম্ভব হয়নি দুর্গাপূজার সময়। তখন রাজার অনুমতি নিয়ে নিজেরা পূজা শুরু করেন গ্রামে। তাও প্রায় ২০০ বছর হতে চলল এই পূজো। দেবী এখানে দশভুজা। পুরোহিত বাঁকুড়ার রানিবাঁধ থানা এলাকার চাঁড়রো গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের। তারা বংশানুক্রমে পূজা করছেন এখানে। আগে মাটির মন্দিরে পূজা হত ঘটে পটে। বর্তমানে দুর্গা দালান আছে। আজ আর পূজা শুধু ভূমিজদের নেই, গ্রামের সবাকার হয়ে গেছে। গত বছর থেকে ভূমিজরা গ্রাম যোলআনার হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন এই পূজার। পাটপুর গ্রামের ভূমিজ সর্দাররা হলেন বড় তরফ আর ধরমপুর গ্রামের ভূমিজ ছোট তরফ। ধরমপুর গ্রাম হল বাঁকুড়া জেলার খাতড়া তানার অধীন দহলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। খাতরা সদর থেকে দূরত্ব ৯ কিলোমিটার। এরা ছিল ভেলাইডিহা রাজপরিবারের সাঁজোয়াল বা ঘাটোয়াল সর্দার। এই বংশের ভীমসিংহ ভেলাইডিহার জমিদারের সহায়তায় ধরমপুর গ্রামে দুর্গাপূজা আরম্ভ করেছিলেন। এও রায় ২০০ বছর আগের ঘটনা। আগে ঘটে পটে পূজা হত এবং মাটির খোড়া ঘরে। এখন দেবী দশভুজা পাকা দালান মন্দিরে পূজা পান। পুরোহিত বাঁকুড়ার রানিবাঁধ থানার চাঁড়রো গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের। বংশ পরম্পরায় এরাই পূজা করে আসছেন। পূজার সূচনা থেকেই বৈষ্ণবী রীতি অর্থাৎ চালকুমড়ো, আখ বলি দেওয়া হয়। মেলা বসে পাঁচ দিন। পূজা ভূমিজরা করলেও সাহায্য করেন গ্রামের সবাই। পূজার কদিন ধরমপুর গ্রাম হয়ে ওঠে আশেপাশে গ্রামের মিলনক্ষেত্র।

দুর্গাপূজার মাস আদিবাসীদের কাছে দুঃখের মাস। জমিতে চাষের কাজ নেই, হাতে পয়সা নেই। তাই কান্নার সুরে গান গেয়ে ঘরে ঘরে মাঙ্গন করে সাঁওতালরা। আশ্বিনের প্রথম কৃষ্ণ একাদশীতে শুরু এবং শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত চলে। গানের সুরে আদিবাসী পুরুষেরা মাথায় ময়ূরপুচ্ছ বেঁধে, গলায় ফুলের মালা দিয়ে, নৃত্য করে বেড়ায় ছেলেরা। মেয়েদের শানি নাচের ছেলেরা পরে মালকোঁচা দিয়ে। এ নৃত্য একান্তভাবে ছেলেদের। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে মাদল, ধামসা, কাঁসর ঘণ্টা এবং বেলাহার মতো লম্বাটে তার দেওয়া একপ্রকার যন্ত্র যার নাম ভুয়াং। গৃহস্থরা ক্ষমতা অনুযায়ী দেন চাল, আনাজ বা পয়সা। দিনের শেষে সবাই একসঙ্গে রান্না করে সেগুলি খাওয়া হয়। সাঁওতালি উপকথা অনুযায়ী এদের এক পূর্বতন বীরপুরুষ ছিলে 'হুদুর -দুর্গা'। তাকে কোনও এক আর্য দেবী যুদ্ধে অন্যায়ভাবে নিহত করেছিলেন দশমীর দিনে। সেই থেকে আদিবাসীরা এই দিনটিতে শোক পালন করে বুয়াং নাচের মধ্য দিয়ে। আপনি যদি পূজার সময় জঙ্গলমহলের কোনও জেলায় যান, তখন পথে ঘাটে এই দাঁশায় নৃত্য দলের দেখা পেয়ে যেতে পারেন। এরা কিছুক্ষণ আপনার বাহন আটকে রেখে আপনাকে নাচ দেখিয়ে ছাড়বে। আর কিছু চাঁদা প্রার্থনা করবে। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে পূজার আগে দেখা যায় এই দাঁশায় নাচের দল ছড়িয়ে আছে সারা শহর জুড়ে। রঙিন শাড়ি, বাহারি গেঞ্জি, মাথায় ময়ূরের পালক পরিহিত নৃত্য দলের জন্য সারা শহর রঙিন হয়ে ওঠে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ছোটবেলার পুজোর এক অনাবিল আনন্দ ছিল, সময়ের সঙ্গে ধরন পাল্টে যায়

চিরশ্রী বিশ্বাস

পুজো আসন্ন। চারদিকে কাশফুল আর নীলাকাশ জানান দিচ্ছে শরৎ এসেছে। আমাদের ছোটবেলার পুজোর দিনগুলির স্মৃতি আজও মনে মধ্যে ভিড় করে ওঠে। পুজোর কিছুদিন আগে একটা দিনে অফিসে যাওয়ার সময় বাবা বলত, 'আজ তাহলে রেডি হয়ে থেকো, তাড়াতাড়ি যাব বাজার করতে'। সেই কথা শুনেই আমার মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। আমি স্কুলের পড়াগুলো তৈরি করে নিতাম, মা আমরা তিনজন বেড়িয়ে পড়াতাম পুজোর বাজার করতে। বাবাই পছন্দ করে কিনতো আমার জামা, আর আমারও খুব পছন্দ হত বাবার পছন্দের জামাটা ঠাম্মার আর আমারটা আগে কেনার পর একে একে সবার জন্যে পোশাক কিনত বাবা। মায়ের জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত নিজের জন্যও একটা পোশাক কিনতেন। জামা কেনার পালা শেষ হলেই সাজার জিনিস কেনা শুরু হত। মা আমার জামার সাথে ম্যাচ করে প্রজাপতি ক্লিপ, হেয়ারব্র্যান্ড চুড়ি কিনে দিতেন। তখন এত শপিংমল, ট্রায়াল রুম ছিল না বাড়িতে ফিরেই জামাগুলো পড়তাম, সেজে নিতাম হেয়ারব্র্যান্ড দিয়ে। মা বলতেন, 'এবার খুলে রাখ, এটা অষ্টমীর দিন পরিয়ে সুন্দর ছবি তুলিয়ে আনবো'। এখনকার মতো তখন স্মার্স্টফোনের আধিক্য ছিল না। ফলত এইসব অনুষ্ঠানে গিয়ে স্টুডিওতে ছবি তোলা হত। বাড়িতে পুজো হয়, তাই আনন্দটাও বেশি। তারপর আবার পুজোর ক'দিন পড়াশুনো থেকে ছুটি। পাড়ার ছেলে মেয়েরা সেই সময় ক্যাপ-বন্দুক, নানারকম আতসবাজি নিয়ে মণ্ডপে হাজির হত। আমি ভীতু তাই এসবের থেকে দূরে থাকতাম। আমার কেনা হত না। আমাদের পুরো পরিবার নতুন জামা, নতুন জুতো পরে স্টুডিও যেতাম, ছবি তোলাতে। ক্রমে আইসক্রিম খাওয়া বেলুন ওড়ানো বীড় প্যাণ্ডেলে বাবার কাঁধে চড়ে ঠাকুর দেখা এই ছিল

আমার পুজো। সপ্তমী থেকে নবমী সন্ধ্যার পর আমাদের আর বাড়িতে মায়ের পেছন দাঁড়িয়ে থাকতাম। দশমীতে আমাদের তাহেরপুরে বড় মেলা হয়, তাই দশমীর দুপুরে মনখারাপকে জায়গা দিতাম না। ভাবতাম কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে আর মেলায় যাব। মা আগের থেকে শিখিয়ে দিতত মেলায় গিয়ে আমাদের হাত ছাড়বি না কিন্তু। তারপর মেলায় ঘুরতে ঘুরতে স্কুলের বন্ধুদের সাথে দেখা, খেলনার দোকন, জিলিপি কতই না আনন্দ হত। বাড়ি ফেলার সময় মনখারাপ হত ঠিকই। এখন পুজো আসে, কিন্তু ছোটবেলার সেই আনন্দটা যেন অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন শুধু একদিন সবচেয়ে সুন্দর জামা পরে নয়, শপিংমল থেকে ছবি তোলা শুরু হয়। দশমীতে এখনও মায়ের সাথে যাই ঠাকুর বরণে। বই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি মায়ের পাশে। মা এখনও দশমীতে পিঠেপুলি বানায়। আসলে বয়সের সাথে সাথে উৎসবের আনন্দ কমে না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ধরণ পালটে যায়। দশমীতে এখনও মেলায় যাই। বেলুন কেনা হয় না কিন্তু আসার সময় ফিরে একবার তাকানো হয় সেদিকে। মা এখনও মেলায় ভিড়ে বলে 'হাত ছাড়িস না কিন্তু।'

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলার বিভিন্ন ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল

আজাদ হিন্দ ক্লাব

এলবার্ট ক্লাব

সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা

চিত্তরঞ্জন ক্লাব

কর্নেল চৌমুহনি যুব সংস্থা

ছাত্রবন্ধু ক্লাব

দশমিঘাট

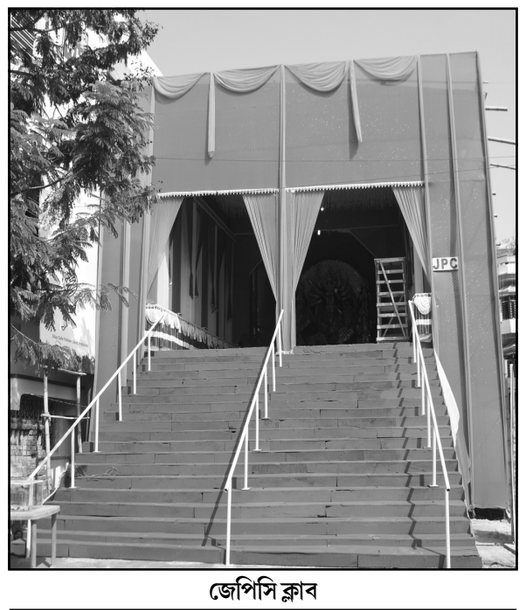
জেপিসি ক্লাব

গ্র্যান্ডিউজ্ ক্লাব

নবদিগন্ত ক্লাব

কুঞ্জবন সেবক সংঘ

নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার

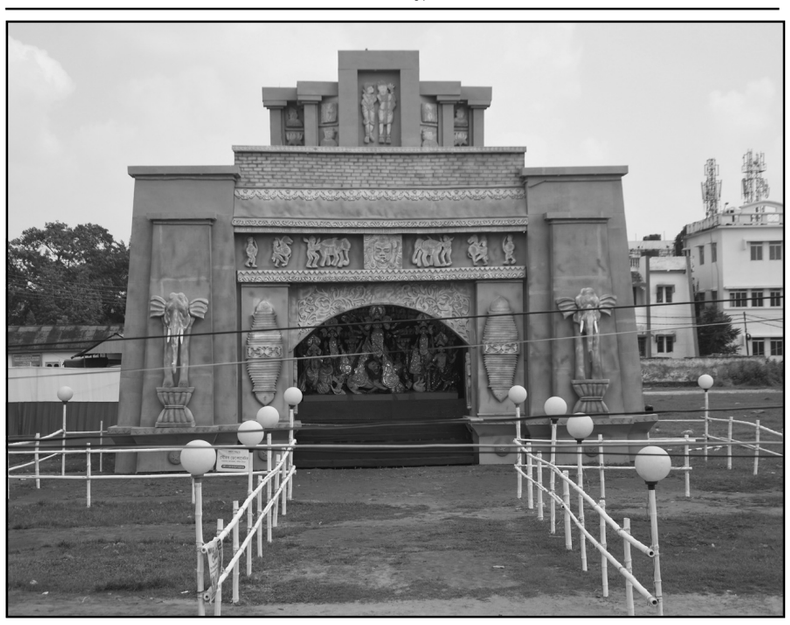
পোল স্টার ক্লাব

পূর্বক ক্লাব

রামঠাকুর সংঘ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পেঁপের চার পর্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানুন

পেঁপের গুণ জানেন না এমন মানুষ কমই আছে। পেট থেকে শুরু করে ত্বক ও সুস্থ শরীরের জন্য হাজারো উপাদানে ঠাসা এই পেঁপে।

সালাদ বানিয়ে খান অথবা এক গ্লাস পেঁপের জুস খান উপকার পাবেন। পেঁপে লো ক্যালোরি সবজি, এতে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল নানান উপাদান যা হজম শক্তি বৃদ্ধিতে কাজ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় পেঁপের ঝোল খুবই উপকারী। পেঁপের মধ্যে থাকা বিটা ক্যারোটিন কাজে দেয়। ফাইবার যুক্ত পেঁপে মাংস সেদ্ধ করতে তো সকলেই ব্যবহার করেন।

কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও পেঁপের কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। নিম্নে পেঁপের চারটি সাইড এফেক্ট তুলে ধরা হলো-

১) গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে পেঁপের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ল্যাটেক্স থাকে যা জরায়ুর সংকোচন ঘটাতে পারে। এতে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে বলেই চিকিতসকেরা গর্ভাবস্থায় পেঁপের বীজ, শিকড় বা পাতা খেতে বারণই করেন। গর্ভাবস্থায় পরিমাণ পেঁপে ক্ষতিকর বেশি ফাইবার থাকায় কন্সটিপেশনের রোগীদের ক্ষেত্রে পেঁপে বড্ড উপকারী হলেও অত্যাধিক পরিমাণে খেলে পেটের সমস্যাও দেখা যেতে পারে। পেঁপের খোসায় থাকা ল্যাটেক্স পেটে ব্যথা, অস্বস্তির কারণও হতে পারে। অত্যধিক পেঁপে ডায়েরিয়ার জন্যও দায়ী।

৩) বিভিন্ন ওষুধ চলাকালীন পেঁপে খাওয়া নিয়ে সতর্ক হোন ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের তথ্য অনুযায়ী, রক্তকে তরল করার বিভিন্ন ওষুধের

চোখের জন্য খুবই উপকারী। ডেঙ্গু হলে পেঁপে পাতাও যথেষ্ট পেঁপে এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেন চিকিতসকরা। ২) বেশি সাথে পেঁপের কিছু বিক্রিয়া ঘটে। যা হঠাত রক্তক্ষরণের কারণও হতে পারে।

পেটের সমস্যা দূর করে এই উপকরণ

অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণ, তেল ও মশলাদার খাবার পেটের সমস্যা বৃদ্ধি করে। তাই পেটের সমস্যা দূর করতে লবঙ্গ খুই উপকারী। এছাড়া স্ট্রেস, শরীরচর্চা না করা, মদ্যপান ইত্যাদি কারণে অম্বলের সমস্যা সৃষ্টি হয়। ওষুধপত্র সেবন করে এই সমস্যার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে এ সমস্যা দূর করার জন্য বেশ কিছু ঘরোয়া টোটকা রয়েছে। তার মধ্যে লবঙ্গ বেশ কার্যকর। আসুন জেনে নেওয়া যাক।

পেটের সমস্যা দূর করতে লবঙ্গ ম্যাক্রোবায়োটিক নিউট্রিশনিস্ট এবং হেলথ কোচ শিল্পা আরোরার মতে, লবঙ্গ আমাদের হজম ক্ষমতা বাড়াতে এবং পুষ্টিদ্রব্য সংশ্লেষণে সাহায্য করে। খাবারে লবঙ্গ যোগ করা হলে তা অম্বল হতে বাধা দেয়। সমপরিমাণ লবঙ্গ ও দারুচিনি খাবারে যোগ করলে উপকার পাওয়া যায়। স্যালাইভা প্রস্তুত করতে লবঙ্গ সাহায্য করে। ফলে আমাদের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সিদ্ধা বা আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে বুক জ্বালা দূর করতে লবঙ্গ চিবানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে লবঙ্গ ব্যবহার করবেন দুই-তিনটে লবঙ্গ চিবাতে থাকুন। এর ফলে লবঙ্গের রস আপনার শরীরে প্রবেশ করবে এবং অম্বলের সমস্যা থেকে আপনি দ্রুত মুক্তি পাবেন। অম্বলের ফলে সৃষ্টি হওয়া মুখের দুর্গন্ধও দূর হয়। লবঙ্গ খাওয়ার সহজ পদ্ধতি হল রান্নায় লবঙ্গের ব্যবহার। এর ফলে বিভিন্ন রকম পেটের সমস্যা দূর হয়। তবে দীর্ঘদিন অত্যাধিক অম্বলের সমস্যা হলে অবশ্যই চিকিতসকের পরামর্শ নেবেন।

এই ৫ নিয়ম মেনে দূরে রাখুন কিডনির সমস্যা

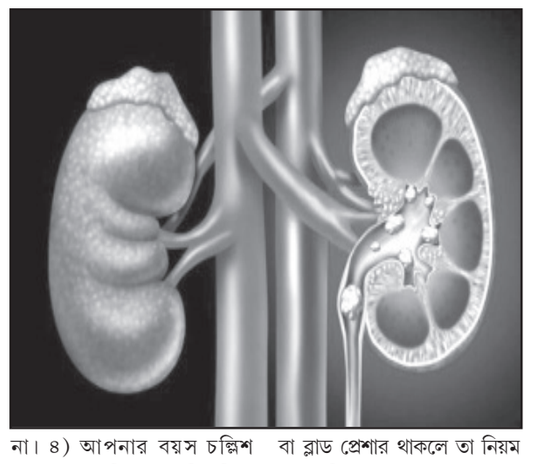

আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হল বৃক্ক বা কিডনি। শরীরের সার্বিক সুস্থতা বজায় রাখতে কিডনির যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর কিডনি ভাল রাখতে কিছু নিয়ম অবশ্যই মেনে চলা উচিত। আসুন জেনে নেওয়া যাক কিডনি সুস্থ রাখার কিছু উপায়।

১) প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ গ্লাস (২-৩ লিটার) জল পান করুন।

২) প্রস্রাব কখনো চেপে রাখবেন না। এতে সংক্রমণ (ইনফেকশন) হওয়ার ভয় থাকে।

৩) চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ, বিশেষ করে ব্যথানাশক (পেনকিলার) ওষুধ বা কোন অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না। ৪) আপনার বয়স চল্লিশ বছরের বেশি হলে নিয়মিত অন্তত একবার ডায়বেটিস ও ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করুন। ডায়বেটিস বা ব্লাড প্রেশার থাকলে তা নিয়ম মেনে নিয়ন্ত্রনে রাখুন। ৫) বছরে অন্তত একবার প্রসাবের মাইক্রো-এলবুমিন পরীক্ষা করুন।

করোনাভাইরাস এবং ডায়াবেটিস রোগীর সতর্কতা

ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে।বিষয়টা এমন নয় যে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। বরং অসুস্থ হয়ে পড়লে এসব রোগীদের খারাপ জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যদি ডায়াবেটিস সু-নিয়ন্ত্রিত না হয়। এজন্য নিচের বিধিগুলো মেনে চলা উচিত সামাজিক দূরুত্ব বজায় রাখা। স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা। চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। ডায়াবেটিস এবং করোনভাইরাস রক্তে উচ্চশর্করার হার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল করে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে।যাদের ডায়াবেটিসের সঙ্গে অন্যান্য রোগ যেমন হার্ট বা ফুসফুসজনিত বা কিডনিজনিত জটিলতা আছে তাদের জন্য করোনভাইরাস প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সংক্রমণ এড়াতে যা করবেন সর্বোত্তম উপায় হল যতটা পারেন বাড়িতে থাকুন। যদি বাইরে যেতেই হয় তবে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে কমপক্ষে ৬ ফুট দূরে রাখুন এবং একটি কাপড়ের মাস্ক পরুন। বাইরে বেরোনোর সময় এবং বাড়ি ফিরে অবশ্যই হাত ধোবেন বা হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহার করুন ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগেও হাত ধুয়ে নিন এবং যে জায়গায় ইঞ্জেকশন দেবেন সে জায়গা পরিষ্কার করে নিন।বাড়ির প্রত্যেকেরই নিজের হাত প্রায়শই ধোয়া উচিত। বিশেষত পরিবারের জন্য রান্না করার আগে। কোনো বাসন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস ভাগ করা যাবে না। আর যদি বাড়ির কেউ অসুস্থ থাকে তবে তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব নিজের ঘরে থাকতে হবে।একান্তই একই ঘরে থাকতে হলে একটি কাপড়ের মাস্ক পরতে হবে।করোনাভাইরাসের সময়ে ডায়াবেটিস রোগীর পরিকল্পনা ইন্সুলিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্তপরিমাণ বাসায় রাখা যাতে বার বার বাইরে যেতে না হয়।রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে হাতের কাছে মধু, চিনি-মিষ্টি বা ফলের রসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।অনেকসময় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে। তাই তার ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে হবে। যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন, জিজ্ঞাসা করুন কতবার রক্তের শর্করার পরীক্ষা করতে হবে। অসুস্থ হলে আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ কীভাবে সমন্বয় করবেন।

দেরিতে রাতের খাবারে হতে পারে এই দুই ক্যানসার: গবেষণা

কোন সময়ে খাচ্ছেন তার উপরে শরীরের অনেক সমস্যার কারণ লুকিয়ে থাকে। মোটা বা রোগা হয়ে যাওয়া, ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগারের হঠাত ওঠানামা এ সবই কিন্তু নির্ভর করে খাবার সময়ের উপর।

তবে আপনি কি জানেন প্রতিদিন রাতের খাবার দেরি করে খেলে প্রস্টেট ও স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়?

ল অফ ক্যান্সার প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে, দেরি করে রাতের খাবার খেলে স্তন ক্যানসার আর প্রস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

গবেষণা পরিচালনা করতে ৬২১ জন প্রস্টেট এবং ১,২০৫ জন স্তন ক্যান্সারের রোগীর উপর পরীক্ষাও চালানো হয়। যার মধ্যে পুরুষের ছিল ৮৭২ জন এবং নারীর সংখ্যা ১,৩২১ জন।

স্পেনের গবেষকদের একটি দল এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের ঘুমের সময়সূচী এবং রাতের খাবার সময় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

পরিবারে কারো ক্যান্সার আছে কিনা বা অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং তাদের পরিবেশে ক্যান্সার হতে পারার মতো কোনো প্রভাব আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি খুঁটিয়ে দেখেন গবেষকেরা।

ফলাফল হিসেবে তারা জানান, দেরি করে রাতের খাবার খেলে সার্বিকভাবেই প্রস্টেট ও স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে গবেষণায় দেখা গেছে যে রাত ৯ টার আগে যারা রাতের খাবার খেয়ে নেন বা খাওয়ার দু'ঘণ্টা পরে ঘুমাতে যান তাদের প্রস্টেট ক্যান্সার সৃষ্টির ঝুঁকি ২৬ শতাংশ কম ছিল।

অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরের নারীদের মধ্যে যারা রাতের খাবার রাত ১০ টার আগে খেয়ে নেন তাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ১৬ শতাংশ কম।

গবেষকরা জানান যে, দেরি করে খাবার খেলে, এবং খাবার পরেই ঘুমিয়ে পড়লে শরীরের সার্কাডিয়ান ছন্দ ব্যহত হয়। যার ফলে বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়া যেমন ঘুম, হরমোনের কার্যকারিতা, শক্তিমাত্রা এবং শরীরের তাপমাত্রা ভারসাম্য হারায়।

এর ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, টিউমার হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

গবেষকরা জানান, খাদ্য উপাদান আর আলো এই সার্কাডিয়ান ছন্দকে সবচেয়ে ভালো নিয়ন্ত্রণ করে। আগের বিভিন্ন গবেষণায় মানুষের শরীরের ক্যান্সার তৈরিতে বিভিন্ন খাবারের কী কী ঝুঁকি তা নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে।

শুয়ে শুয়ে বই পড়লে দেহের কি ক্ষতি হয়

ছাত্রজীবন পার করতে হলে বই পড়া আবশ্যক। চাকরি জীবনেও অনেকে অবসর সময়ে বই পড়ে থাকেন। এই বই অনেকে বসে, আবার কেউবা শুয়ে পড়েন। তবে বসে বই পড়াটাকেই ভালো বলে মনে করছেন চিকিতসকরা। তারা বলেছেন, শুয়ে বই পড়লে উপকারের থেকে ক্ষতিটাই বেশি হয়। এবার জেনে নিন শুয়ে বই পড়লে কী কী সমস্যা হতে পারে- চোখের ওপর চাপ বিজ্ঞানীরা সবসময় পরামর্শ দেন বই থেকে চোখের দূরত্ব অন্তত যেন ১৫ ইঞ্চি হয়। শুধু তাই নয়, পড়ার জন্য চোখের সঙ্গে বইয়ের অ্যাঙ্গেল থাকতে হবে ৬০ ডিগ্রি। যারা বাইফোকাল চশমা পরে বই পড়েন তাদের ক্ষেত্রে ডাক্তাররা এর থেকে সামান্য কম কোণে পড়ার পরামর্শ দেন। শুয়ে বই পড়ার সময় বইয়ের দিকে যে কোণে তাকানো হয়, তাতে বইয়ের সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি কোণ থাকে না। ফলে চোখের ওপর চাপ পড়ে।

এতে কিছুক্ষণ পড়ার পরেই ক্লান্তি হয় শরীরে। চোখের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। পাশ ফিরে শুয়ে যদি বইয়ের সঙ্গে দূরত্ব স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন, তারপরও সমস্যা থেকে যায়। এ ছাড়া পাশ ফিরলে একদিকের পেশির ওপর চাপ বেশি পড়ে। ফলে পেশিগুলো সহজে কাজ করতে পারে না। এমনকি এতে চোখের অংশে কমে যেতে পারে রক্তচলাচল। চোখ লাল হওয়া অনেকে ভাবেন রাতে বিছানায় শুয়ে না ঘুমিয়ে বই পড়ার কারণে চোখ লাল হয়। কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স বলছে, অন্য কথা। তাদের কথায়, চোখের পেশিগুলোয় অত্যাধিক চাপ পড়ে বলেই চোখ এমন লাল হয়ে যায়। এটিও অ্যাস্থেনোপিয়া রোগেরই একটি বিশেষ লক্ষণ। এর ফলে চোখের অশ্রুগ্রন্থির জল শুকিয়ে যেতে পারে। অশ্রুগ্রন্থির জল চোখের মণিকে আর্দ রাখে যাতে বাইরের কোনো ব্যাকটেরিয়া সহজে চোখে প্রবেশ করে কোনো রকম ইনফেকশন না ঘটাতে পারে। কিন্তু চোখের জল শুকিয়ে গেলে চোখের মণিতে বাইরের বাতাসে বায়ুর ধূলোর কণা সহজেই প্রবেশ করতে পারে, যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ভালো নয়। মাথা ব্যথা শুয়ে বই পড়লে চোখে তো চাপ পড়েই, একই সঙ্গে সেই চাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মাথাতেও। বিভিন্ন নার্ভ আমাদের ব্রেনে গিয়ে ভিশনারি সেন্স তৈরি করে। তাই চোখের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়লে নার্ভগুলো ঠিকমত কাজ করে না। উপরন্তু চোখের পেশির কাজে বাধা তৈরি হওয়ায় তা প্রভাব ফেলে মাথার পেশিতেও। এতে কমে যেতে পারে ঘুমের পরিমাণ। শুয়ে বই পড়লে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা যাবে-এমন আশঙ্কার কথা চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মুখে এখনো শোনা যায়নি। তবে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই বলে থাকেন। তাই বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই সাবধান হওয়া ভালো।

রক্তের বিকল্প শুধু এতেই রয়েছে

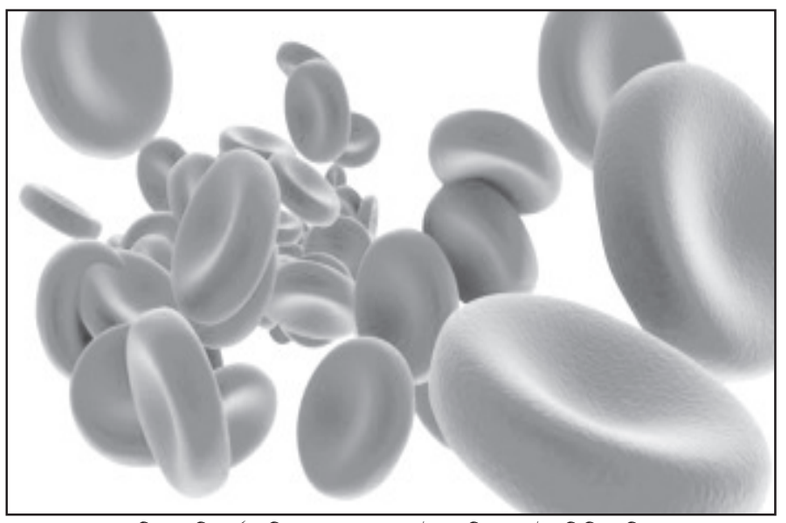

মানবদেহের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে রক্ত। রক্তের বিকল্প শুধু রক্তই। চিকিতসা বিজ্ঞানে আজ পর্যন্ত রক্তের কোন বিকল্প আবিস্কার হয়নি। রক্তের অভাবে যখন কোন মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন অন্য একজন মানুষের দান করা রক্তই তার জীবন বাঁচাতে পারে। কিন্তু ১৬ কোটি মানুষের এদেশে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা খুবই কম। দেশে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে ৯ লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। এর বিপরীতে কেবল ৩০ শতাংশ আসে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে। বাকি ৭০ শতাংশ আসে রক্তগ্রহীতার স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ পরিচিতজনদের কাছে। সেখানেও ব্যর্থ হলে তারা পেশাদার রক্ত বিক্রেতার স্মরণাপন্ন হয়। এদের রক্ত নিরাপদ নয়। কারণ আত্মীয় ও পরিচিতজনের রক্ত অনেকে প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং ছাড়াই রোগীর শরীরে দিতে চায় যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের রক্ত আরো বিপজ্জনক। তাদের রক্ত ব্যবহারের ফলে রোগীর দেহে ঘাতকব্যাধির জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। এজন্য স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্তই সবচেয়ে নিরাপদ। রক্তদানের উপকারিতা স্বেচ্ছায় নিজের রক্ত অন্য কারো প্রয়োজনে দান করাই রক্তদান। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী যেকোনো শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তি রক্ত দিতে পারবেন। প্রতি চার মাস পর পর প্রত্যেক সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে রক্তদান করতে পারবেন। এতে স্বাস্থ্যে কোনো ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না। বরং রক্তদানের মাধ্যমে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমাতা বৃদ্ধি পায়।

রক্তদানের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। রক্তদান করার সাথে সাথে আমাদের শরীরের মধ্যে অবস্থিত ''বোন ম্যারো'' নতুন কণিকা তৈরির জন্য উদ্দীপ্ত হয় এবং দান করার দুই সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্ত কণিকা জন্ম হয়ে এ ঘাটতি পূরণ করে। বছরে তিনবার রক্তদান রক্তদাতার লোহিত কণিকাগুলোর প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরে আয়রণের ভারসাম্য বজায় থাকে।

ইংল্যান্ডের মেডিকেল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদানকারী দুরারোগ্য রোগব্যাধি যেমন, ক্যান্সার, হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের মতো রোগের ঝুঁকি থেকে প্রায়ই মুক্ত থাকেন। রক্তের কোলেস্টরেল-এর উপস্থিতি কমিয়ে দেহের স্থুলতা কমাতে সাহায্য করে। শরীরের বিপাকক্রিয়ায় অক্সিজেন ফ্রি রেডিকেল তৈরী হয়। এর জন্য আমরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুড়িয়ে যাই। রক্তদানে এ কেমিক্যাল শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে বিষ মুক্ত করে। ফলে বয়সের চাপ দেরীতে পড়ে। মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে মানসিক পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করা যায়। সর্বোপরি রক্তদান মানে নিজের ও পরিবারের দুঃসময়ের জন্য রক্ত সঞ্চয় করা। প্রতিবার রক্তদানের পর রক্তদাতার অস্থিমজ্জা নতুন রক্তকণিকা তৈরির জন্যে উদ্দীপ্ত হয়। ফলে রক্তদানের দুই সপ্তাহের মধ্যে সে ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।

শরীরের রক্ত কণিকাগুলোর মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল সর্বোচ্চ ১২০ দিন। তাই চার মাস অর্থাত ১২০ দিন পর পর রক্তদানে শরীরের কোনো ক্ষতি নেই।

রক্তদাতার রক্তে এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। রক্তদাতা রক্তদানের ফলে এ টেস্টগুলো বিনামূল্যে করার সুযোগ পাচ্ছেন। রক্তদানের ফলে রক্তে এর পরিমাণ কমে, ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনা ৩৩ ভাগ কমে যায়।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার

ত্বকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার জন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়েথাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন। রসুন— রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকেটক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়ামে নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি— গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটচিন নামক এক ধরনের উদ্ভিজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা— জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎফাদনক উফপাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম— শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক— সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

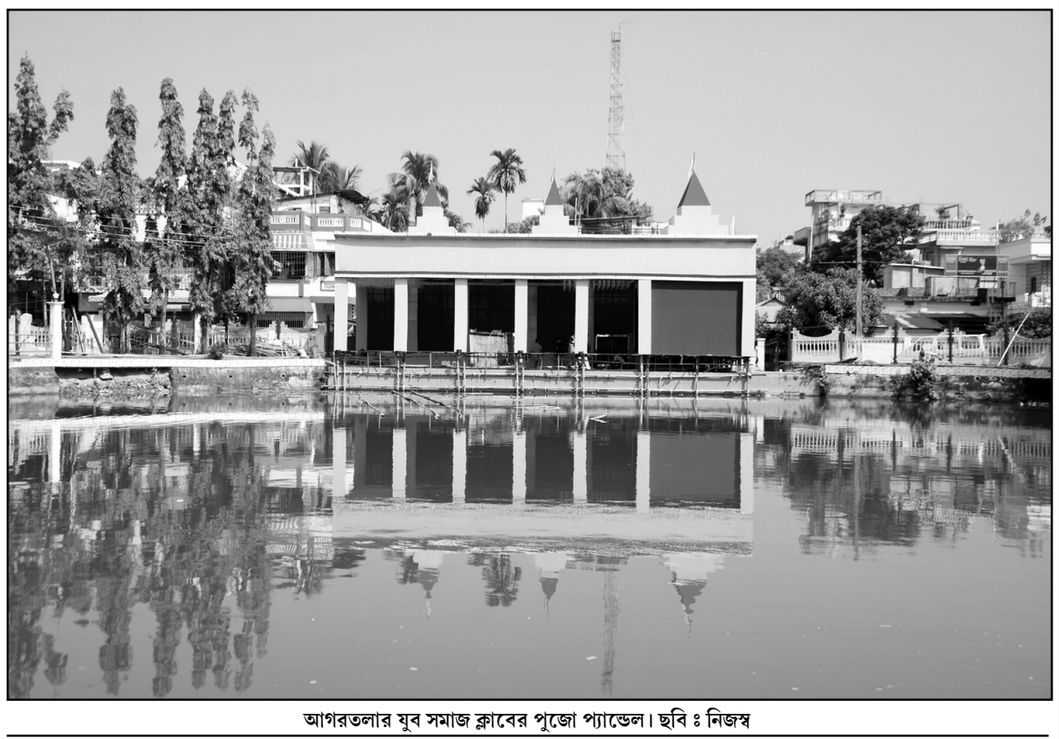

আগরতলার যুব সমাজ ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল। ছবি ঃ নিজস্ব

মরশুমের প্রথম তুষারপাত কাশ্মীরে, বরফে ঢাকা পড়ল অমরনাথ

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর (হি.স.): শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল ভূস্বর্গ। সোমবার এই মরশুমের প্রথম তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায়। বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে অমরনাথ মন্দির। সোমবার সকালে তুষারপাত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গের কাছে জোজিলা পাশে। পাহাড় ঢেকে যায় বরফে, শিলাবৃষ্টি হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায়। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কারনাহের সাধনা টপে ভারী তুষারপাত হয়। এটাই সেখানে মরশুমের প্রথম তুষারপাত। তুষারপাত হয়েছে অনন্তনাগ জেলার অমরনাথ মন্দিরে। সাদা বরফে ঢেকে যায় অমরনাথ মন্দির ও আশেপাশের পাহাড়। মরশুমের প্রথম তুষারপাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বান্দিপোরা-গুরেজ সড়ক। তুষারপাতের ফলে কাশ্মীর উপত্যকায় মনোরম পরিবেশ।

জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি. স.) : জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মদিবসে টুইটে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিতবাবু লিখেছেন, "সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের পথিকৃৎ লোকনায়েক জয়প্রকাশ নারায়ণ, অহংকারী সরকারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিপ্লবের আওয়াজ তুলে দেশকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যা জরুরি অবস্থার সময় অন্যায় ও শোষণে বিদেশী শাসনকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল। দেশের প্রতি তাঁর উৎসর্গ প্রশংসনীয়। এমন একজন মহামানবকে প্রণাম।

জয়প্রকাশ নারায়ণ (১১ অক্টোবর ১৯০২ - ৮ অক্টোবর ১৯৭৯) জনপ্রিয়ভাবে জে পি বা লোক নায়ক, ইংরেজিতে 'দি পিপলস লিডার' নামে পরিচিত ছিলেন। একজন স্বাধীনতা কর্মী, তাত্ত্বিক, সমাজতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক নেতা। তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বীর নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিরোধী নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে স্মরণ করা হয়। ইন্দিরা সরকারের পতনের জন্য তিনি 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর জীবনী জয়প্রকাশ তাঁর জাতীয়তাবাদী বন্ধু এবং হিন্দি সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক রামবৃক্ষ বেনিপুরী লিখেছিলেন। ১৯৯৯ সালে তিনি তাঁর সামাজিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মরণোত্তরভাবে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' পান। অন্যান্য পুরস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৬৫ সালে জন পরিষেবার জন্য ম্যাগসেসে পুরস্কার। আপদকালীন সময় তাঁর নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়েছিল তাকে জেপি মুভমেন্ট বলা হয়।

রাজৌরিতে জঙ্গি-সেনা এনকাউন্টার, নিহত অফিসার ও চার জওয়ান

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে রাজৌরি সেক্টরে সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াইয়ে একজন জুনিয়ার কমিশনড অফিসার ও চার সৈনিক মারা গিয়েছেন বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এলাকা ঘিরে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চলাকালীন পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণগতি সেক্টরের কাছে এক গ্রামে অভিযানের সময় গোপন আস্তানা থেকে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেয় সেনাবাহিনীও। গুলিবিনিময়ের সময় গুরুতর আহত হন একজন জুনিয়ার কমিশনড অফিসার ও চার সৈনিক। পরে তাঁরা মারা যান। এদিন কাশ্মীর পুলিশ টুইট করে জানিয়েছে, রবিবার মাঝরাতে নিহত হয়েছে এক অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরের প্রায় ২০টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে তারা আটক করেছে ৭০০-রও বেশি সাধারণ মানুষকে! অভিযোগ, আড়াল থেকে জঙ্গিদের মদত দিতেন তাঁরা। কেউ কেউ সারা বছর আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির হয়ে নাশকতামূলক কাজ করতেন। ধৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই যুবক বলে জানা গিয়েছে।

হরিয়ানায় বেপরোয়া গতিতে বিয়েবাড়ির ৫ অতিথিকে পিষে দিল গাড়ি, মৃত ২

চণ্ডীগড়, ১১ অক্টোবর (হি.স) : হরিয়ানার কর্নালে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এক মহিলা-সহ দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। হরিয়ানা পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার একটি বিয়ের রিসেপশনে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ে ঘাতক। গাড়ি নিয়েই রিসেপশনের অনুষ্ঠানে ৫ জনকে পিষে দেয় ওই চালক। সেখানে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কর্নালের নিলোখেরি এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এক মহিলা। আরেক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত মহিলার পরিবারের দাবি, ওই এলাকায় ঘাতক চালক বরাবরই অত্যন্ত গতিতে গাড়ি চালায়। রবিবার সেখানে বিয়ের রিসেপশনের অনুষ্ঠান চলছিল। তাকে আগেই সাবধান করা হয়েছিল, ওই এলাকায় গাড়ি ধীরে চালাতে। কারণ, অনুষ্ঠানে বহু মানুষ রয়েছেন, শিশুরাও রয়েছে। অভিযোগ, সে কথা শুনেই রেগে যায় ঘাতক চালক। পরিবারের দাবি, ইচ্ছে করেই জোরে গাড়ি চালিয়ে পাঁচজনকে পিষে দেয় ওই ব্যক্তি। পুলিশের দাবি, একটি খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে অজয় ও তার বাবার বিরুদ্ধে। দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আরও তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ একটি দল গঠন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

মঙ্গলে এনএইচআরসি-র প্রতিষ্ঠা দিবস ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): দেখতে দেখতে ২৮ বছরে পা দিতে চলছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)। মঙ্গলবার (১২ অক্টোবর) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ওই দিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (১৯৯৩, ১২ অক্টোবর) ও মানবাধিকার প্রচার ও সুরক্ষার অধীনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সোমবার প্রধানমন্ত্রী দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে ভার্চুয়ালি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দিল্লিতে কাগজের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, দমকলের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড, এবার আগুন লাগল উত্তর-পূর্ব দিল্লির হর্ষ বিহার এলাকায় অবস্থিত কাগজের গোডাউনে। সোমবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ ওই গোডাউনে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ১৭টি ইঞ্জিন। ওই গোডাউনের ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গোডাউনের ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু পুড়ে চাই হয়ে যায়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর সোমবার সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

মণিপুরে সেনা-আধাসেনার গুলিতে ধরাশায়ী চার কুকি জঙ্গি

ইমফল, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : মণিপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৃতীয় কোর এবং আসাম রাইফেলসের যৌথ অভিযানে জঙ্গি সংগঠন কুকি ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (কেএনএলএ)-র চার সশস্ত্র ক্যাডার ধরাশায়ী হয়েছে। আজ সোমবার প্রতিরক্ষা দফতরের জনসংযোগ আধিকারিক এই খবর দিয়ে জানান, গতকাল রবিবার সকালে মণিপুরের হিঙ্গজান জঙ্গলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৃতীয় কোর এবং আসাম রাইফেলস যৌথ অভিযান চালিয়েছিল। বিকলের দিকে জঙ্গিরা যৌথ বাহিনীর ওপর অতর্কিতে গুলি-হামলা চালায়। জবাবি হামলা করে যৌথবাহিনীও। বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলির পর সন্ধ্যার দিকে কেএনএলএ-র চার সশস্ত্র ক্যাডার ধরাশায়ী হয়। তিনি জানান, জঙ্গি দলে প্রায় দশজন ছিল। বাকিদের খোঁজে আজও তালাশি অভিযান চলছে। নিহত জঙ্গিদের নাম-ধাম এখনও জানা যায়নি বলেও জানান জনসংযোগ আধিকারিক।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে গঠিত জঙ্গি সংগঠন কেএনএলএ উত্তরপূর্ব ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম মায়ানমারে সক্রিয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ

বিভিন্ন হাইকোর্টের ৭ বিচারপতি বদলি, মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর শিবাগনানাম

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টের ৭ জন বিচারপতিকে বদলি করা হল। মাদ্রাজ হাইকোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে বিচারপতি টি এস শিবাগনানামকে। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট থেকে পাটনা হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে বিচারপতি রঞ্জন গুপ্তাকে। হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্ট থেকে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে বিচারপতি সুরেশ্বর ঠাকুরকে।

এছাড়াও কর্ণাটক হাইকোর্ট থেকে পাটনা হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে বিচারপতি পি বি বাজানথ্রিকে। রাজস্থান হাইকোর্ট থেকে পাটনা হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব প্রকাশ শর্মাকে। তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট থেকে ত্রিপুরা হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়কে এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে ঝাড়খন্ড হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে বিচারপতি সুভাষ চন্দকে।

বাংলাদেশে মাদক বিরোধী অভিযানে ৬৩ জনকে গ্রেফতার

ঢাকা, ১১ অক্টোবর (হি. স.) : মাদক বিরোধী অভিযানে সাফল্য করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর। লাগাতার তল্লাশিতে ইয়াবা, গাঁজাসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ৬৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ মাদক।

মাদক সেবন ও বিক্রির অভিযোগে রবিববার ভোর ৬টা থেকে সোমবার ভোর ৬টা পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অভিযান চালায় বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ। এই অভিযানেই ইয়াবা, গাঁজাসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ৬৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১২,০৮৬ পিস ইয়াবা বড়ি, ২২ কেজি ২৯৫ গ্রাম গাঁজা, ৮২ গ্রাম ৩৭৫ পুরিয়া হেরোইন ও ১১৬ বোতল ফেন্সিডিল। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৩৭টি মামলা করা হয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বরপেটারোডে ড্রাগস সহ গ্রেফতার এক

বরপেটারোড (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্ন অসমের বরপেটারোডে পুলিশি অভিযানে এক ড্রাগস কারবারি ধরা পড়েছে। ধৃতকে জনৈক লিয়াকত আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তার হেফাজত থেকে সন্দেহজনক ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার বরপেটারোড থানার ওসি অভিজিৎ বরুয়া জানান, তাঁর কাছে খবর ছিল, সরভোগ থেকে এএস ২৮ এ ০৪৪৩ নম্বরের একটি অ্যাকটিভা স্কুটারে দুই মাদক কারবারি বরপেটারোডে আসছে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দলবল নিয়ে তিনি সাতভনি এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান শুরু করেন। এক সময় দুই ব্যক্তি স্কুটারে আসলে তাদের গতিরোধ করেন তাঁরা। দুই স্কুটার আরোহীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তায় সন্দেহ ঘণীভূত হয় পুলিশের। তাদের শরীর এবং স্কুটারে তালাশি করতে গেলে আচমকা তারা পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশও তাদের পিছু ধাওয়া করে কিছু দূরে গিয়ে স্কুটার সহ একজনকে পাকড়াও করে।

তার হেফাজত থেকে পুলিশ ১২.৬১ গ্রাম ব্রাউন সুগার, একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, নগদ ৩৪,৯০০ টাকা এবং স্কুটার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে ভবানীপুরের শুকমানাহের বাসিন্দা লিয়াকত আলি বলে পরিচয় পেয়েছে পুলিশ। অন্যজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ওসি অভিজিৎ বরুয়া জানান, ধৃত লিয়কত আলি বহুদিন ধরে ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাকে ধরতে বিভিন্ন স্থানে জাল পেতেছিল পুলিশ।

ভোটের আগে দিনহাটার ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চাইল কমিশন

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স) : উপনির্বাচনের আগে দিনহাটায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে খুনোখুনির ঘটনায় নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। রবিবার রাতে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গীতলদাহ-২ পঞ্চায়েতে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের থেকে দ্রুত রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৩০ অক্টোবর দিনহাটা-সহ বাংলার চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের কোন্দল অনেক দিনের। যে গোষ্ঠী পঞ্চায়েত চালায় তাদের বিরুদ্ধে একাধিক বার অনাস্থা এনেছে অন্য গোষ্ঠী। এ নিয়ে আদালত পর্যন্ত মামলা গড়িয়েছে। গত ৪ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টে গীতলদাহ পঞ্চায়েত নিয়ে শুনানির কথা ছিল। কিন্তু উপনির্বাচনের কারণে তা স্থগিত করা হয়। কমিশন সূত্রে খবর, এই চার কেন্দ্রে ভোটের জন্য ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। দিনহাটার ঘটনার পর বাহিনীর পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্রুত দিনহাটায় আধাসেনাদের পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হবে। পঞ্চমীর রাতে রক্তারক্তি ঘটে গিয়েছে কোচবিহারের দিনহাটায়। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মুড়িমুড়কির মতো গোলাগুলি চলে। তাতে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি পাঁচ জন। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ১১ জনকে আটক করেছে কোচবিহার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তিদের নাম মান্নান হক এবং মুজফফর হুসেন। ঘটনায় গুরুতর আহতরা হলেন দুলাল মিঞা, মিন্টু হক, দিলদার হুসেন, আবাইদুল হক এবং জাহাঙ্গির আলম। এর মধ্যে দিলদাল হুসেন গীতালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং সংঘর্ষে জাহাঙ্গিরের ডান হাত কাটা গিয়েছে।

বানারহাটে চা বাগান এলাকায় আটকে পড়ল হাতির দল

বানারহাট, ১১ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাট এলাকার রিয়াবাড়ি চা বাগান সীমান্তে আটকে পড়ল হাতির দল। সোমবার সকালে রেতি নদীর বাঁধের ধারে বাগানের পতিত জমিতে ঝোপঝাড়ে একাধিক শাবক সহ প্রায় ১৫টি হাতির একটি দল আটকে পড়ে। হাতি দেখতে রিয়াবাড়ি ও কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের বাসিন্দারা দলে দলে ভিড় জমান সকাল থেকেই।

মাদক কাণ্ডে ধৃত আরিয়ানের জামিন নিয়ে বুধবার ফের শুনানি

মুম্বই, ১১ অক্টোবর (হি.স) : জামিন পেলেন না শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান। বুধবার ফের তাঁর জামিনের মামলার শুনানি হবে। সোমবার তাঁর জামিনের আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর (এনসিবি) আধিকারিকরা কিছু সময় চান আদালতের কাছে। তারপরই বুধবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে মুম্বই সেশন আদালত।

গত বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের আদালত আরিয়ানকে ১৪ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরিয়ানের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেন শাহরুখ নিযুক্ত আইনজীবী। আরিয়ানকে জামিন দিলে তথ্যপ্রমাণ এ দিক-ও দিক হতে পারে, ব্যাঘাত ঘটতে পারে তদন্ত প্রক্রিয়াতে, শুক্রবার আদালতে এমনই যুক্তি দেখিয়ে তাঁর জামিনের বিরোধিতা করেন বিপক্ষের আইনজীবী অনিল সিং। শুক্রবারও নাকচ হয়ে গিয়েছিল শাহরুখ-পুত্রের জামিনের আবেদন। তারপর শনি এবং রবি, দু'দিন আদালত বন্ধ থাকায় আজ, সোমবার ঘরে ফিরতে পারবেন বলেই আশা করেছিলেন আরিয়ান। কিন্তু তা সম্ভব হল না।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার মুম্বই থেকে গোয়াগামী একটি প্রমোদতরী থেকে গ্রেফতার করা হয় আরিয়ান-সহ কয়েক জনকে। পরোয়ানায় লেখা হয়, ১৩ গ্রাম কোকেন, ২১ গ্রাম চরস, ২২টি এমডিএমএ বড়ি এবং নগদ ১, ৩৩,০০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে প্রমোদতরীর টার্মিনালে। এনসিবি-র পেশ করা পঞ্চনামায় দাবি করা হয়, নিষিদ্ধ মাদক নিয়েই প্রমোদতরীতে ওঠেন আরিয়ান। তাঁর বন্ধুর জুতো থেকেও মেলে মাদক।

বরিসের সঙ্গে কথা বললেন মোদী, আফগানিস্তান-সহ নানা বিষয়ে বার্তালাপ

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আফগানিস্তান-সহ নানা আঞ্চলিক বিষয়ে বরিস জনসনের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি গ্লাসগোতে আসন্ন সিওপি-২৬-এর প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে নিজেদের মত বিনিময় করেছেন ভারত ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। বার্তালাপের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন।

বরিস জনসনের সঙ্গে কথা বলার পর প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত-ব্রিটেন এজেন্ডা ২০৩০-এর অগ্রগতি, গ্লাসগোতে আসন্ন সিওপি-২৬-এর প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় করেছি। এছাড়াও আফগানিস্তান-সহ নানা আঞ্চলিক বিষয়ে বরিস জনসনের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত, পুষ্পক এক্সপ্রেসে গণধর্ষণ মামলায় ধৃত বেড়ে ৮

মুম্বই, ১১ অক্টোবর (হি.স.): লখনউ-মুম্বই পুষ্পক এক্সপ্রেসে গণধর্ষণ মামলায় আরও একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল জিআরপি। ফলে সোমবার পর্যন্ত মোট ৮ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুম্বই রেলের পুলিশ কমিশনার কায়সার খালিদ জানিয়েছেন, মুম্বইয়ের কল্যাণ এলাকায় লখনউ-মুম্বই পুষ্পক এক্সপ্রেসে তরুণীকে গণধর্ষণ মামলায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। সবমিলিয়ে মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, লখনউ—মুম্বইগামী পুষ্পক এক্সপ্রেসে হঠাৎ উঠে পড়ে এই ৮ জনের দুষ্কৃতী দল। ট্রেনটি তখন ইগতাপুরী নামের এক হল্ট স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। তখনই জোর করে ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। শুরু হয় লুঠতরাজ। অনেকের কাছ থেকে ছিনতাই করে ওই ৮ দুষ্কৃতী। এই দুষ্কৃতী দলের কাছে ধারাল অস্ত্রশস্ত্র ছিল। পাঁচজন যাত্রী সেই অস্ত্রের আঘাতে ঘায়েলও হয়। তাতে ভয় পেয়ে যায় বাকিরা। তারপরে নজর পড়ে ওই তরুণীর দিকে। তখন তাঁর পোশাক ছিঁড়ে খুলে নিয়ে লাগাতার ধর্ষণ করে তারা। আর ট্রেন যখন কাসারা স্টেশনের কাছে তখন যাত্রীরা দ্রুত অ্যালার্ম চেন টেনে ধর। দ্রুত সেখানে হাজির হয় জিআরপি। কাসারা স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয় দুই অভিযুক্তকে।

মিজোরামে উদ্ধার আরও এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের বার্মিজ সুপারি

আইজল, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : আসাম রাইফেলস এবং কাস্টম দফতরের যৌথ অভিযানে মিজোরামে উদ্ধার হয়েছে আরও এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের ৫২১ বস্তা বার্মিজ সুপারি।

আজ এখানে আসাম রাইফেলস-এর জনৈক আধিকারিক এই খবর দিয়ে জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বিকেলে ৮ ও ২ নম্বর আসাম রাইফেলস এবং চাম্পাই জেলা ভিত্তিক কাস্টমস দফতরের যৌথ দল জেলার অন্তর্গত রুয়াতলাং এলাকার জাতীয় সড়কে অভিযান চালায়। যৌথ বাহিনীর দল কয়েকটি পণ্য বোঝাই লরিতে তালাশি চালিয়ে ৫২১ বস্তা বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্তকৃত বার্মিজ সুপারিগুলির বাজারমূল্য প্রায় ১,০৩,৫৪,৫০০ টাকা হবে বলে তাঁরা অনুমান করছেন, জানান আধাসেনার আধিকারিক।

বাজেয়াপ্তকৃত বার্জিম সুপারিগুলি আইনি প্রক্রিয়ার জন্য চাম্পাইয়ের কাস্টম দফতরের হেফাজতে রাখা হয়েছে। তিনি জানান, গত তিনদিন আগেও মিজোরামে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রতিবেশী মায়ানমার থেকে বিপুল পরিমাণের বার্মিজ সুপারি মিজোরামের বুক চিরে অসম হয়ে দেশের অন্য রাজ্যে পাচার হয়। পরবর্তীতে এগুলির হাত বদল হয়ে আসিয়ান দেশে পাঠায় অবৈধ কারবারিরা।

প্রথম ডোজ টিকা না নিলে পূজা মণ্ডপে প্রবেশ নয়, কড়া বার্তা হাইলাকান্দি ডিসি-র

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রথম ডোজ টিকা নেননি এমন কাউকে পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পূজা কমিটির সব কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক, পুরোহিতদের কোভিডের প্রতিষেধক নেওয়া বাধ্যতামূলক। আজ সোমবার হাইলাকান্দির জেলাশাসক কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কোভিডের নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিউর (এসওপি) সম্বন্ধে অবগত করেছেন জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা।

পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে জেলাশাসক ঝা জানিয়েছেন, দুর্গাপূজার প্রাকমুহূর্তে কোভিড-১৯-এর নয়া এসওপি জারি করছে সরকার। নয়া এসওপি অনুযায়ী, কোভিড বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশনায় পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করতে হলে দর্শনার্থীদের অবশ্যই প্রথম ডোজ টিকা থাকতে হবে। অর্থাৎ ১৮ বছরের ঊর্ধে যারা পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করবেন তাদের অবশ্যই কোভিড ভেকসিনের প্রথম ডোজ থাকা বাধ্যতামূলক। প্রথম ডোজ টিকার সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে অথবা মোবাইলে থাকলে তা দেখাতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে তা দেখিয়ে মণ্ডপে প্রবেশ করতে হবে দর্শনার্থীদের।

টিকা নেওয়ার প্রমাণপত্র দেখানোর পরই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মণ্ডপে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। জানিয়েছেন জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা। শুধু যে দর্শনার্থীদের জন্য এমন কড়া বিধি তা নয়। জেলাশাসক আরও শুনিয়েছেন, প্রতিটি পূজা কমিটির সব কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক, পুরোহিতদের কোভিডের টিকা থাকা বাধ্যতামূলক। পূজা কমিটির কোনও সদস্যের টিকা নেই, তা হতে পারবে না, এমন-কি তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের হিসেবে নিয়োজিত করা যাবে না।

পাশাপাশি করোনা নিয়ে এবার নয়া সংযোজনের কথা শুনিয়েছেন জেলাশাসক। বলেন, এবার পূজা মণ্ডপে করোনার টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। যে সকল দর্শনার্থী এখনও টিকা নেননি, তাঁরা পূজা মণ্ডপে টিকা নিতে পারবেন। এবার থাকবে এই সুযোগ।

এছাড়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় হাইলাকান্দির 'গান্ধীঘাট'-এ কেবলমাত্র পাঁচজন যাওয়ার অনুমতি থাকবে। বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে প্রতিমা বিসর্জন, জানিয়েছেন জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা।

সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায় জানিয়েছেন, দুর্গাপূজার চারদিন নিরাপত্তার ঘোরাটোপে থাকবে গোটা জেলা। পূজোয় অবৈধ মদ সরবরাহকারী এবং মাতালদের বিরুদ্ধে কঠোর থাকবে পুলিশ। এমন কড়া সতর্ক বার্তা দিয়ে পুলিশ সুপার বলেছেন, মাদক দ্রব্য পাচারকারীদের সায়েস্তা করতে জেলায় থাকবে হেল্প লাইন মোবাইল ফোন নম্বর। মদ সরবরাহকারীদের কোনও খবর পাওয়া মাত্র অথবা গ্রাম-শহরে মাতালদের উৎপাত দেখলে তৎক্ষণাৎ ৬০২৬৯ ০০৯৭৫ নম্বরে ফোন করতে পুলিশ সুপার সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পূজায় শহরে যানজট সমস্যা নিরসনে থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা। শহরে প্রবেশপথ থাকবে দুটি। বিকেল চারটা থেকে 'নো এন্ট্রি' থাকবে হাইলাকান্দি ও লালা শহরে। এছাড়া পুলিশ প্রধান গৌরব উপাধ্যায় বলেছেন, ১৪ এবং ১৫ অক্টোবর জেলায় 'ড্রাই-ডে' ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এবার দুর্গাপূজায় কঠোরভাবে করোনা বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন জেলার দুই প্রশাসনিক প্রধান।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি, লালা, কাটলিছড়ার সার্কল অফিসার সহ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুর হক চৌধুরী।

শিবনগর মর্ডান ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল। ছবি ঃ নিজস্ব

দেশজুড়ে হ্রাস পেল করোনার দৈনিক সংক্রমণ ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ১৮, ১৩২ জন

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.) : উৎসবের মরশুমে দেশজুড়ে দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা হ্রাস পেল। বাড়ল সুস্থতার হার। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৮, ১৩২ জন। সাতমাস বাদে বড়সড় স্বস্তি দিয়ে এই প্রথম সংক্রমণ ২০ হাজারের নীচে নামল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২১ হাজার ৫৬৩জন। এ নিয়ে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮ শতাংশের বেশি। দেশে কমছে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যাও। এই মুহূর্তে দেশে করোনা অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ২৭ লক্ষ ৩৪৭। মহামারীর কবলে প্রাণ হারিয়েছেন দেশের মোট সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি মানুষ। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৭৮ জন। তবে কেরলের করোনা পরিস্থিতিতে জারি থাকছেই উদ্বেগ। দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সিংহভাগই দক্ষিণের এই রাজ্যের। গত ২৪ ঘণ্টায় কেরলে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১০ হাজার ৬৯১ জন, মৃত্যু হয়েছে ৮৫ জনের। এ পর্যন্ত ৯৫ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৭৩ জন পেয়েছেন ভ্যাকসিন।

মহারাষ্ট্র বনধে মানুষের ভোগান্তি, অজয় মিশ্রর ইস্তফার দাবিতে অনড় মালিক

মুম্বই, ১১ অক্টোবর (হি.স.): বনধের ভালোই প্রভাব লক্ষ্য করা গেল মহারাষ্ট্রে। সোমবার সকাল থেকেই শুনশান ছিল বাণিজ্যনগরী। রাস্তায় নামেনি বাস, বন্ধ ছিল অধিকাংশ দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মহারাষ্ট্র বনধের ফলে এদিন মুম্বই থেকে পুণে, নাসিক থেকে নাগপুর-মহারাষ্ট্রের সর্বত্রই ভোগান্তির শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। মুম্বইয়ে এদিন সরকারি বাস রাস্তায় নামেনি, ফলে সপ্তাহের প্রথম দিন অফিসে পৌঁছতে অনেকেরই দেরি হয়েছে। মুম্বইয়ে রবিবার মধ্যরাত থেকে সোমবার সকাল আটটার মধ্যে আটটি বাস ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। বনধের সমর্থনে এদিন বন্ধ ছিল পুণের এএমপিসি মার্কেট। মার্কেট প্রশাসক মধুকান্ত গারাদ জানিয়েছেন, 'ব্যবসায়ীরা বনধকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই আগেই কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' ঔরঙ্গাবাদ শহর এদিন একেবারেই শুনশান ছিল। শুনশান ছিল নাসিক ও নাগপুর। মহারাষ্ট্রের থানে শহরও এদিন ছিল জনশুন্য।

উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরিতে ৪ কৃষকের মৃত্যু ও হিংসার প্রতিবাদে সোমবার মহারাষ্ট্র বনধের ডাক দিয়েছে মহা বিকাশ আঘাড়ি সরকার। কংগ্রেস, এনসিপি ও শিবসেনার ডাকা এই বনধের ভালোই প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায়। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা নবাব মালিক বলেছেন, 'লখিমপুর খেরির ঘটনার প্রতিবাদে ডাকা মহারাষ্ট্র বনধকে সমর্থন করেছে বামেরা এবং কয়েকটি অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন। মহারাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণভাবেই বনধে সমর্থন মিলেছে।' তিনি আরও জানান, 'কিছু স্থানে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা সামনে এসেছে, এটা ঠিক নয়....এমন ধরনের কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়া উচিত নয় কারও। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রও ইস্তফার দাবি জানাচ্ছি আমরা।'

উৎসবের মরশুমে ফের দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের

মুম্বই, ১১ অক্টোবর (হি. স.) : উৎসবের মরশুমে লাগাতার বেড়ে চলেছে জ্বালানির দাম। সোমবার ফের দাম বাড়ল জ্বালানির। এই নিয়ে একটানা সাত দিন মূল্যবৃদ্ধি হল। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সোমবার রাজধানী দিল্লিতে এক লিটার পেট্রলের মূল্য ১০৪ টাকা ৪৪ পয়সা। পাশাপাশি ডিজেলের মূল্য লিটারপিছু ৯৩.১৭ টাকা। দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে মহানগরগুলির মধ্যে সবার আগে ১০০ টাকা পেরিয়েছিল পেট্রলের মূল্য। ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে ডিজেলের মূল্যও।

শুধু তাই নয়, বাণিজ্যনগরীতে প্রথমবার ১১০টাকা ছাড়িয়েছে পেট্রলের দামও। সোমবার সেখানে এক লিটার পেট্রল বিকোচ্ছে ১১০ টাকা ৪১ পয়সায়। মুম্বইয়ে এক লিটার ডিজেলের দাম ১০১ টাকা ০৩ পয়সা। চেন্নাইয়ে লিটারপ্রতি পেট্রল বিকোচ্ছে ১০১ টাকা ৭৯ পয়সা দরে। ডিজেল বিকোচ্ছে ৯৭ টাকা ৫৯ পয়সা লিটার দরে।এদিন কলকাতায় পেট্রলের দাম বাড়ল লিটার প্রতি ২৯ পয়সা।

ডিজেলের দাম বাড়ল লিটারে ৩৫ পয়সা। ফলে শহরে পেট্রলের দাম বেড়ে হল ১০৫ টাকা ০৯ পয়সা। অন্যদিকে ফের লিটারে ৩৫ পয়সা বেড়ে কলকাতায় ডিজেলের নয়া দাম ৯৬ টাকা ২৮ পয়সা।

উত্তরাখণ্ডে বিজেপিতে ভাঙন, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসে যশপাল আর্য

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে ভাঙন ধরল বিজেপিতে। বিজেপির সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে কংগ্রেসে যোগ দিলেন উত্তরাখণ্ডের বিজেপি নেতা যশপাল আর্য। কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন যশপালের ছেলে ও বিধায়ক সঞ্জীব আর্যও। সোমবার দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াত ও কে সি বেণুগোপালের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন যশপাল ও তাঁর ছেলে সঞ্জীব।

কংগ্রেসে যোগদানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন যশপাল ও তাঁর ছেলে। সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরেজওয়ালা জানিয়েছেন, 'উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রিসভা থেকেই ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন যশপাল আর্য। কংগ্রেসে যোগদানের পর এদিন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন যশপাল ও তাঁর ছেলে। বাবা ও ছেলেকে নিজেদের দলে স্বাগত জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফারুকের দলের দুই নেতা বিজেপিতে, দেবেন্দর ও সুরজিতএবার পদ্ম শিবিরে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন ফারুক আবদুল্লার দলের দুই প্রাক্তন নেতা। সোমবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রাক্তন দুই নেতা দেবেন্দর সিং রাণা ও সুরজিতসিং স্লাথিয়া। এদিন দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরীর উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন দেবেন্দর ও সুরজিত উপস্থিত ছিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান ও জিতেন্দ্র সিং।

রবিবারই জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন দেবেন্দর সিং রাণা ও সুরজিতসিং স্লাথিয়া। এরপর সোমবার বিজেপি যোগ দিলেন তাঁরা। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর দেবেন্দর সিং রাণা বলেছেন, 'সময় এসেছে জম্মুরও একটি রাজনৈতিক বিবরণ থাকা উচিত ... প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্যদের অধীনে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে জম্মুর জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিবরণ তৈরি করা... আমরা ''ডিক্সন'' পরিকল্পনা এবং তাদের সমর্থকদের সফল হতে দেব না।'

১৩০ কোটি দেশবাসীর প্রগতির বড় মাধ্যম মহাকাশ সেক্টর : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয় মহাকাশ অ্যাসোসিয়েশনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, আমাদের মহাকাশ সেক্টর ১৩০ কোটি দেশবাসীর প্রগতির একটি বড় মাধ্যম। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী দাবি করে বলেছেন, 'ভারতে এখনকার মতো নির্ণায়ক সরকার আগে কখনও ছিল না। মহাকাশ সেক্টর এবং মহাকাশ প্রযুক্তি নিয়ে ভারত যে বড় ধরনের সংস্কার হচ্ছে এটাই তার প্রমাণ।' সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভারতীয় মহাকাশ অ্যাসোসিয়েশনের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ইন্ডিয়ান স্পেস অ্যাসোসিয়েশনের সূচনায় সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহাকাশ সেক্টর এবং মহাকাশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে সংস্কার হয়েছে তা অভূতপূর্ব।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'একবিংশ শতাব্দীর ভারত যে পন্থা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যে সংস্কার করছে তার ভিত্তি হল ভারতের সম্ভাবনার প্রতি অটল বিশ্বাস।...আমাদের মহাকাশ সেক্টর ১৩০ কোটি দেশবাসীর প্রগতির একটি বড় মাধ্যম। আমাদের কাছে মহাকাশ সেক্টর অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত ম্যাপিং, ইমেজিং ও সংযোগ সুবিধা!'

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''''আত্মনির্ভর ভারত অভিযান শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গি নয় বরং সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত, সমন্বিত অর্থনৈতিক কৌশল। আত্মনির্ভর ভারত-এর রূপকল্প নিয়ে আমাদের দেশ ব্যাপক সংস্কারের সাক্ষী থেকেছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আগে মহাকাশ সেক্টরটি সরকারের সমার্থক ছিল। আমরা এই মানসিকতা পরিবর্তন করেছি, মহাকাশ সেক্টরে নতুনত্ব এনেছি এবং সরকার ও স্টার্টআপের মধ্যে সহযোগিতার মন্ত্র দিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বিগত কয়েক বছরে আমরা শুধুমাত্র নতুন প্রযুক্তির গবেষণা এবং বিকাশের উপর জোর দিইনি নয়, সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়াও নিশ্চিত করেছি।'

দেশে টিকা পেলেন আরও ৪৬-লক্ষ প্রাপক ৯৫.১৯-কোটির উর্দ্ধে টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ৯৫.১৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৬.৫৭-লক্ষের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৯৫ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৭৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৪৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৭৯ জনকে।

ভারতে ৫৮.৩৬-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১০,৩৫, ৭৯৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৮,৩৬,৩১, ৪৯০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১০,৩৫,৭৯৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ হাজার ১৩২ জন।

ড্রাঙ্ক অ্যান্ড হিট

গ্রেফতারের কয়েকঘণ্টার মধ্যে জামিনে মুক্ত রাজকন্যাকে রক্ষণাবেক্ষণে অভিযুক্ত ডা. নবনীল বরুয়া

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : ড্রাঙ্ক অ্যান্ড হিট মামলায় অভিযুক্ত রাজকন্যা বরুয়া কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছিল গুয়াহাটির অন্যতম প্রথমসারির বেসরকারি হাসপাতাল জিএনআরসির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. নবনীল বরুয়াকে। টানা তিনদিন জেরার পর গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় দিশপুর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

টানা তিনদিন জের পর গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১, ২১২ এবং ২২০ (বি) ধারা বলবৎ করে গ্রেফতার করা হয়েছিল ডা. বরুয়াকে। ধারাগুলি শক্তিশালী যদিও জামিনযোগ্য। এগুলির মধ্যে প্রমাণ সাক্ষ্য গোপন করার অভিযোগে ২০১, অপরাধীকে আশ্রয় বা সুরক্ষা দেওয়ার অভিযোগে ২১২ এবং নিজে জড়িত হয়ে অপরাধ সংগঠিত করার ষড়যন্ত্রের দায়ে ১২০ (বি) ধারা বলবৎ করেছে পুলিশ। কয়েকটি শর্ত-সাপেক্ষে ডা. নবনীল বরুয়াকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ঘটনা সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশকে সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে। এছাড়া, অসমের বাইরে যেতে হলে দিশপুর থানা কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত শনিবার (২ অক্টোবর) ভোররাতে গুয়াহাটির রাজপথে মদ্যপ মডেল রাজকন্যা বরুয়ার বেপরোয়া দুরন্ত গাড়ির ধাক্কায় আট (৮)-জন পূর্ত-শ্রমিক এবং একজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের দুটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে ডাক্তারদের। দুর্ঘটনার পর রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল দিশপুর পুলিশ। তবে দুর্বল ধারা সংবলিত মামলার ভিত্তিতে পরের দিন তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয় আদালত। এর পর দুর্ঘটনা সংগঠিতকারিণী রাজকন্যাকে জামিন পেতে সুবিধা করে দেওয়ার অভিযোগে রাজ্য পুলিশের দুই সাব-ইনস্পেক্টর সাহির আলি এবং আভারানি গগৈকে রিজার্ভে ক্লোজ করেছেন গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনার। পরবর্তীতে ঘটনা সম্পর্কে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী দ হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর নতুন করে ঘটনার তদন্তে নেমে ৫ অক্টোবর দিশপুর থানার পুলিশ রাজকন্যার ফ্ল্যাটে তাঁর খোঁজে গিয়েছিল। কিন্তু ঘরে তাঁকে না পেয়ে পুলিশ ফিরে আসে। পরবর্তীতে পুলিশ খবর পায়, তিনি শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে জিএনআরসি হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। এই খবর পেয়ে হাসাতালে গিয়ে থানায় হাজিরা দেওয়ার সমন তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু জিএনআরসির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. নবনীল বরুয়া তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে বলে পুলিশকে জানান। এতে সন্দেহ হয় পুলিশ প্রশাসনের। এর পর গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে ছয়জনের একটি স্পেশাল মেডিক্যাল টিম গঠন করে সরকার। গত ৬ তারিখ ওই টিম জিএনআরসি হাসপাতালে গিয়ে মডেল রাজকুমারীর শারীরিক অবস্থার অনুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ বলে সার্টিফিকেট দেয়। প্রথমে রাজকন্যা বরুয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯, ২৯৪, ৩৮৮ এবং ৩৫৩ ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করেছিল দিশপুর পুলিশ। এর মধ্যে জামিনযোগ্য তিনটি ধারা ছিল। সেগুলি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো, প্রকাশ্য স্থানে অশালীন আচরণ এবং দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে মানুষকে ধাক্কা দিয়ে আহত করা ইত্যাদি। তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩ ধারা ছিল জামিন অযোগ্য। এই ধারা পুলিশ এবং সরকারি অফিসারদের কর্তব্য সম্পাদনে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

কোভিড-কারফিউ ভঙ্গ করে দুরন্ত গতিতে রাজপথে গাড়ি চালানো এবং কী জন্য সড়ক সংস্কারে নিয়োজিত পূর্ত-শ্রমিকদের দুর্ঘটনার শিকার হতে হল, তা নিয়ে নেট দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন ওঠে, মদ্যপান করে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো সংক্রান্ত মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট, ১৯৮৮-এর অধীনে ১৮৫ এবং আইপিসির ৩০৪(এ) ধারা কেন রাজকন্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি? এই ধারায় অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণিত হলে আদালত সংশ্লিষ্টকে জরিমানা সহ ছয় মাস থেকে দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। সর্বোপরি, কোভিড-কারফিউ ভঙ্গের বিরুদ্ধেও কোনও মামলা না নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত শুক্রবার (৮ অক্টোবর) প্রথম ডা. নবনীল বরুয়াকে সমন জারি করেছিল দিশপুর পুলিশ। সমন পেয়ে সেদিন সকাল প্রায় সাড়ে দশটায় থানায় এসে হাজিরা দিয়েছিলেন ডা. বরুয়া। গোটা দিন জেরা করে রাত সাড়ে আটটায় মুক্তি দিয়ে পরেরদিন (শনিবার) সকাল ১১টায় তাঁকে ফের থানায় আসতে বলেছিলেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা। শনিবারও একইভাবে জেরার পর রাত নয়টায় তাঁকে ছাড়া হয়েছিল। ফের সমনের ভিত্তিতে গতকাল ফের থানায় আসেন তিনি। সকাল থেকে জেরার পর সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

ডা. নবনীল বরুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজকন্যা বরুয়ার রোগ সম্পর্কে তিনি ভুল তথ্য দিয়ে অভিযুক্তকে রক্ষণাবেক্ষণ দিতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বিপথে পরিচালিত করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মডেল তথা 'মিস ইন্ডিয়া' এবং 'মিস কলকাতা' রাজকন্যা বরুয়াকে সেমি আইসিইউতে ভরতি করে গ্রেফতারি থেকে বাঁচানোর অভিযোগ ওঠার পর দিশপুর পুলিশ তাঁকে সমন জারি করেছিল।

বহিস্কার

● প্রথম পাতার পর

কার্যকরী সভাপতি পূর্নিতা চাকমাকেও বহিস্কার করা হয়।কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহা বলেন, দল বিরোধী কাজের জন্যই তাদেরকে দল থেকে ছয় বছরের জন্য বহিস্কার করা হয়েছে।

চলে গেলেন

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন বিজন ধর।

১৯৭৮ সালে পার্টির দশম রাজ্য সম্মেলনে তিনি পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য হন। দীর্ঘদিন তিনি পার্টির সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সালে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলিতে অন্তর্ভুক্ত হন তিনি। ২০০৮ সাল থেকে পর পর তিনটি রাজ্য সম্মেলনে তিনি পার্টির রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সালে পার্টির ১৭-তম কংগ্রেসে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ২০১৮ সাল থেকে তিনি রাজ্য বামফ্রন্টের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে বামফ্রন্টের ঐক্য সুদৃঢ়, সংহত করা ও শরিক দলগুলোর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজার রাখার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, এক বিবৃতিতে দাবি করেছে সিপিএম।

বিজন ধরের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এক শোক বার্তায় তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, সিপিআইএম দলের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক তথা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধরের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছি। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের এই বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করার শক্তি প্রদান করুন। শোক প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, সিপিআইএম দলের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক তথা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধরের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের এই কঠিন সময়ে সহ্য করার শক্তি প্রদান করুন। তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছি।

আজ সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে বিজন ধরের মরদেহ আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে পৌঁছেছে। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ কের চৌমুহনি, তার পর পার্টির মুখ্য কার্যালয় এবং সেখান থেকে বাধারঘাটে নিজের বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। এদিন রাতেই তাঁর মরদেহ সোনামুড়া পার্টি অফিসে নেওয়া হবে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আগামীকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত সোনামুড়া পার্টি অফিসেই থাকবে তাঁর মরদেহ। এর পর আগরতলার উদ্দেশ্যে আনা হবে তাঁকে। আগরতলায় দুপুর ১-টা পর্যন্ত তাঁর মরদেহ ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে শায়িত থাকবে। দুপুর ১-টায় তাঁর মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল করে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।

আহত চার

● প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনা কে ঘিরে এক এক করে ঘর থেকে এলাকাবাসী বেরিয়ে আসে। এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রায় নিত্যদিন চরিলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে জাতীয় সড়কে জান দুর্ঘটনা ঘটছে। অসংখ্য প্রাণহানি হচ্ছে। যানবাহন ক্ষতি হচ্ছে।

পথচারীরা এই স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় আতঙ্কে ভুগছে। এলাকাবাসীর দাবি তুলেছেন চরিলাম পেট্রোল পাম্পের সামনে স্থায়ী ট্রাফিক দেওয়ার জন্য। যাতে করে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে আজকের এই দুর্ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে মারোতি গাড়িটি দায়ী। কারণ প্রচন্ড গতিতে ছিল মারুতি গাড়ি টি। শুকলাল দেবনাথ ক্ষুদ্র কাপড় ব্যবসায়ী। বাইক নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাপড় ব্যবসা করে সংসার প্রতিপালন করে।

শান্তির বাজার মহকুমার হঠাৎ বাজার এলাকায় জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় আহত ২। সোমবার বেলা আনুমানিক ৯ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ী ড্রপগেইট সংলগ্ন হঠাৎ বাজার এলাকায় জাতীয় সড়কে টি আর ০৮ এ ০৪৯৪ নাম্বারের মারুতি গাড়ী নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলেপরে। আজকের যান দুর্ঘটনায় গাড়ীতেথাকা ২ জন গুরতর আহতহয়।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার দমকলবাহীনির কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসারজন্য শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালে নিয়েআসে। দুর্ঘটনায় আহতরা হলো মনোরঞ্জন পাল (৪৮) ও উনার সহধর্মনী তাপসী গুহ পাল (৪২)। উনারা বিলোনীয়া মহকুমার আর্যকলোনীর বাসিন্দা। মনোরঞ্জন পাল পেশায় অমরপুর ডিগ্রী কলেজের প্রফেসার হিসাবে নিযুক্ত আছেন। মনোরঞ্জন পাল গাড়ী দ্রুত গতিতে চালাচ্ছিলো বলে জানাযায়। তিনি বিলোনীয়া থেকে আগরতলার উদ্দ্যোশ্যে যাচ্ছিলো।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

মৌন মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের নেতৃত্বে ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা আশিস সেনগুপ্ত, যুব নেতা নজরুল ইসলাম সানু, অভিজিৎ সিনহা, ছাত্র নেতা জুবের আহমেদ খান সহ আরও অনেকে।

বিক্ষোভ প্রদর্শন শেষে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান বলেন, সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াংকা গান্ধীর উপর সমস্ত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করা না হলে কংগ্রেস ঊনকোটি জেলায় আরও বৃহত্তর আন্দোলন করবে বলে হুংকার দেন।

মৌন মিছিল চলাকালীন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং উনি বলেন সারা দেশের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে কংগ্রেসের উদ্যোগে মৌন মিছিল অনুস্থিত হচ্ছে। এরই অংগ হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় রাজ ভবনের সামনে মৌন মিছিল করার কথা থাকলেও আগরতলায় ১৪৪ ধারা জারী থাকায় আগরতলায় এই প্রোগ্রাম করা যাওয়াতে কৈলাসহরে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরাজিত সিনহা।কংগ্রেস এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বোধন

● প্রথম পাতার পর

মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্ত সিল করা এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা জওয়ানদের টহল জোরদার করার জন্য বিএসএফকে জানানো হয়েছে। আগরতলা শহরে প্রধান রাস্তা গুলিতে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত নো এন্টি আরোপ করা হয়েছে। ১২ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত নো এন্টি থাকবে। তবে আইজিএম এবং জিবি হাসপাতালের প্রধান রাস্তাগুলি জরুরি পরিষেবার জন্য খোলা রাখা হবে। পাশাপাশি চলবে সারা রাজ্যে চেকিং -এর বিশেষ ব্যবস্থা।

নাশকতা-বিরোধী চেক বাড়ানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড এবং বোম ডিটেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল স্কোয়াডের সেবা ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে যেকোনো প্রয়োজনে উপস্থিত থাকার জন্য প্রস্তুত রাখা হবে। পূজাকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দদায়ক করতে জনগণকে আবারও কোভিড নিয়ম এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে একটি বুলিটিনের মাধ্যমে বিষয়টি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে জানানো হয়েছে।

কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

হলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে তারা। অফিস কর্তৃপক্ষ এ ধরনের গাফিলতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে হাসপাতালের বঞ্চিত অনিয়মিত ও ক্যাজুয়াল কর্মীরা।এ ধরনের চিঠির জন্য যেসব অফিস কর্মকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছে।

গ্রাহকরা

● প্রথম পাতার পর

বলছে। দুর্গা পুজোর আগে আজকেই ব্যাংক খোলা। আগামীকাল থেকে পূজো অব্দি ব্যাংক বন্ধ থাকবে।ফলে স্বাভাবিকভাবেই আজকে ব্যাংকে ভিড় বেশি। প্রচন্ড গরমের মধ্যে অনেক বয়স্ক লোকও ব্যাংকে এসে টাকা তোলার জন্য অপেক্ষা করছেন। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখার কর্মকর্তাদের ভূমিকা ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। তাদের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গল

টস জিতে প্রথম বাটিংয়ের সিদ্ধান্ত কোহলির ১৩৯ রানের টার্গেট কেকেআরের

দুবাই, ১১ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার আইপিএলের মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে আরসিবির মুখোমুখি কেকেআর। সুনীল নারিনের দাপটে আরসিবি নির্ধারিত ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রান তুলতে পারে। আরসিবির বিরুদ্ধে নামার আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক অইন মর্গ্যান। প্লে অফের ওঠার পথে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে নাইটরা। নাইট অধিনায়কের মতে, আমিরশাহিতে যেভাবে দল ঘুড়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

আরসিবির বিরুদ্ধেই চলতি আইপিএলে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তাঁর দল লিগ পর্যায়। কিন্তু তবুও প্রতিপক্ষকে কোনওভাবেই হালকাভাবে দেখে রাজি নন নাইট অধিনায়ক। তিনি আরও বলেন, ''আরসিবি অনেক শক্তিশালী দল। ভীষণ কঠিন একটা ম্যাচ হতে চলেছে। মিডল অর্ডারে ওঁদের অনেক বড় বড় নাম রয়েছে।'' শারজায় সাম্প্রতিক ফলাফল নাইটদের বেশ ভাল। মর্গ্যান বলেন, ''শারজার উইকেট সবাইকেই চমকে দিয়েছিল। তবে আমাদের ছেলেরা এখানকার উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিল খুব তাড়াতাড়ি। আশা করি আরসিবির বিরুদ্ধে সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারব আমরা।''

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ নাও খেলতে পারে অস্ট্রেলিয়া

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স) : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হয়তো খেলবে না অস্ট্রেলিয়া।

তালিবানের দখলে থাকা আফগানিস্তানে মহিলাদের খেলাধুলোর অনুমতি না দিলে সিরিজ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া কর্তা নিক হকলে। চলতি বছরের নভেম্বরে সিরিজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। গত মাসেই সিরিজ না খেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সোমবার সেই কথাই ফের একবার জানিয়ে দিলেন হকলে। তিনি বলেন, ''''অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি। হয়ত এই সিরিজে আমরা খেলব না। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি।

আমাদের অবস্থান খুব স্পষ্ট। আগে আফগানিস্তানে মহিলাদের ক্রিকেট খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। সেই পরিস্থিতিই যেন থাকে, সেটাই আমরা বলেছি।''''

এদিকে অ্যাসেজ সিরিজের পঞ্চম টেস্ট পার্থে হওয়ার কথা রয়েছে। তবে সেখানকার কঠোর কোভিড বিধি শিথিল করার অনুরোধ করেছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সেই অনুযায়ী পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে অজি ক্রিকেট বোর্ড। হকলে বলেন, ''''পঞ্চম টেস্ট হোক, আমরা সেটাই চাই। কথাবার্তা বলছি।'''' আট ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে অ্যাসেজ সিরিজ।

আইপিএলের আজ মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে আরসিবির মুখোমুখি কেকেআর

দুবাই, ১১ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার আইপিএলের মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে আরসিবির মুখোমুখি কেকেআর। এখনও পর্যন্ত ৬বার প্লেঅফে খেলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তার মধ্যে ২বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নাইটরা। তবে বাকি ৪ বার স্বপ্নভঙ্গ। ১৩ বছরের আইপিএল-এর ইতিহাসে নাইটরা দুবার চ্যাম্পিয়ন। আরও একবার কাপ ছুঁয়ে দেখার সুযোগ ইয়ন মরগ্যানের দলের সামনে।

আজ হারলে কেকেআর-এর ছুটি হয়ে যেতে পারে। একই কথা বলা যায় বিরাট কোহলির আরসিবির জন্যও। আজ হারলে আরও একবার মন ভাঙবে বিরাট কোহলির। ২০১১ আইপিএল-এ প্রথমবার কলকাতা নাইট রাইডার্স প্লেঅফে খেলেছিল। কিন্তু সেবার এলিমিনেটর-এর ম্যাচ মুম্বইয়ের কাছে চার উইকেটে হারে কেকেআর। পরের বছরই অবশ্য আইপিএল খেতাব জেতে কলকাতা। বিরাট কোহলি জাতীয় দলের জার্সি গায়ে অসাধারণ অধিনায়কত্ব করেছেন। কিন্তু আইপিএলের প্রসঙ্গ উঠতেই কোহলিক কার্যত ব্যাকফুট-এ চলে যেতে হয়। আইপিএলে ক্যাপ্টেন কোহলির সাফল্যের ভাঁড়ার শূন্য।

প্রথম ম্যাচে ভারত হেলায় হারাল নেদারল্যান্ডসকে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স) : উবের কাপে ভারতের মেয়েরা প্রথম ম্যাচে জেতার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুরুষরা থমাস কাপের প্রথম ম্যাচটি জিতে নিলে দাপটের সঙ্গে। ৫-০ তে হেলায় হারালো নেদারল্যান্ডসকে। গ্রুপ সি-তে ডাচ দল বেশ দুর্বল।

ভারতীয় দলের টপ রাঙ্কিং খেলোয়াড় কিদাম্বি শ্রীকান্ত প্রথম সিঙ্গলসে হারিয়ে দিলেন যোরান কিউকেলকে(২১-১২,২১-১৪)। প্রথম ডবলসে, চিরাগ শেট্টি-স্বাতিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি জুটি হারান ডাচ জুটি রুবেন জিল্লে—টাইস ভান ডার লেককে (২১-১৯,২১-১২)।এরপর ওয়ার্ল পদক জয়ী বি সাই প্রনীথ মাত্র ২৭ মিনিটের মধ্যে রোবিন মেসমানকে আরিয়ে দেন(২১-৪, ২১-১২)।৩-০ ম্যাচে এগিয়ে যায় ভারত।পরের বাকি সিঙ্গলসে সমীর ভার্মা ২১-৬,২১-১১ পয়েন্টে হারিয়ে দেন গিজস ডুইজসকে। দ্বিতীয় ডবলসে ভারতীয় জুটি এমআর অর্জুন-ধ্রুব কপিলা ২১-১২, ২১-১৩ তে হারায় অ্যান্ডি বুইজ---ব্রায়ান ওয়াসিঙ্ককে।

ভারতের পুরুষ দল থমাস কাপে এরপর খেলতে নামবে এই গ্রুপের আরেক দুর্বল দল তাইতির বিপক্ষে। আর উবের কাপে ভারতের মেয়েরা খেলতে নামছে মঙ্গলবার স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে।

গোয়া পৌঁছালেন এসসি ইস্টবেঙ্গলের তারকা বিদেশি স্ট্রাইকার ড্যানিয়েল চিমা

পানাজি, ১১ অক্টোবর (হি.স) : গোয়া পৌঁছালেন এসসি ইস্টবেঙ্গলের তারকা বিদেশি স্ট্রাইকার ড্যানিয়েল চিমা। ভিসা সমস্যার জন্য ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিতে অসুবিধা হচ্ছিল চিমার। তবে সব সমস্যা কাটিয়ে সোমবার ষষ্ঠীর দিন গোয়া পৌঁছলেন চিমা। সোমবার নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনটাই জানাল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। গত ৩০ সেপ্টেম্বর গোয়া পৌঁছে গিয়েছিলেন এসসি ইস্টবেঙ্গল দলের বাকি সদস্যরা। কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন জৈব সুরক্ষা বলয় নষ্ট হওয়ায় নতুন করে কোয়ারেন্টাইনে শুরু করতে হয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে। তবে সেক্ষেত্রে দলের কোনও সদস্যের ছিল না দোষ। হোটেলে নতুন করে এক কর্মী নিযুক্ত হওয়ায় সুরক্ষা বলয় ভেঙে যায় বলে জানা যায়। যদিও গোটা ব্যাপারটা স্বীকার করেননি এসসি ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। আইএসএলে খেলতে নামার আগে বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চাইছেন লাল-হলুদ কোচ ম্যানুয়েল ডিয়াজ। ২১ নভেম্বর জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে আইএসএলে অভিযান শুরু করতে চলেছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। এর পরই এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ডার্বি যুদ্ধে নামবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

মন্ধানার লড়াইয়ের পরেও সিরিজ হার

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স) : অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে রবিবার তৃতীয় ও শেষ টি-২০ ম্যাচেও ১৪ রানে হেরে গেল হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় মহিলা দল। যার ফলে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ০-২ হারল ভারত। টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। নির্ধারিত ২০ ওভারে মেগ ল্যানিংয়ের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটে তোলে ১৪৯ রান। জবাবে ২০ ওভারে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ১৩৫-৬। ৩১ বলে অপরাজিত ৪৪ রান করে দ্বিতীয় ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও সেরা টাহিলা ম্যাকগ্রা। সিরিজ সেরার পুরস্কারও গিয়েছে তাঁর হাতে। জিততে গেলে ১৫০ রান করতে হবে, এই অবস্থায় ওপেন করতে নেমে আটটি চার সহযোগে ৪৯ বলে ৫২ রান করেন স্মৃতি মন্ধানা। কিন্তু তার পরেই শুরু হয় ব্যাটিং বিপর্যয়। জেমাইমা রদ্রিগেস (২৬ বলে ২৩), হরমনপ্রীত (১৬ বলে ১৩) ও রিচা ঘোষ (১১ বলে ২৩ রান, ২টি চার ও ২টি ছক্কা) ছাড়া দলের আর কেউ দু'অঙ্কের রানেই পৌঁছতে পারেননি। ১৪.৫ ওভারে ভারতের রান ছিল ৯২-৩। স্মৃতি ও জেমাইমা দলের রান জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার পরে আট বলের মধ্যে আরও তিন উইকেট পড়ায় ১৭.১ ওভারে ১০২-৬ হয়ে গিয়ে খেলা থেকে হারিয়ে যায় ভারত।

উরুগুয়েকে হারিয়ে জয়ে ফিরল মেসিরা

বুয়েনেস আইয়ারস, ১১ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার বুয়েনেস আইয়ারসে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে উরুগুয়েকে হারাল আর্জেন্টিনা। গোল করেন লিওনেল মেসি, রদ্রিগো দে পল ও লাউতারো মার্তিনেস। মেসি এই গোল করায় দেশের হয়ে তিনি করে ফেললেন ৮০ তম গোলটি।

আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে দর্শকদের স্বস্তি দিয়ে মাঠে নামেন লিওনেল মেসি। বল দখলের লড়াইয়ে ৬২ শতাংশ- প্রমাণ দিয়েছে ম্যাচে এগিয়ে আর্জেন্টিনা। মেসিরা বিপক্ষ এলাকায় ঢুকে ২৩ শট নেয়। তারমধ্যে ১০টি ছিল গোলের লক্ষ্য করে। তার থেকেই গোল মেলে তিনটি থেকে। প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে ১০টি শট নিয়েছিল গোলের জন্য। ১০ ম্যাচে ৬টিতে জয়। ৪টিতে ড্রয়ে ২২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দুই নম্বরে রয়েছে আর্জেন্টিনা। অন্য আরেকটি ম্যাচে কলম্বিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করা শীর্ষে থাকা ব্রাজিলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমে গেছে। ব্রাজিলের এখন ১০ ম্যাচে পয়েন্ট: ২৮। আর ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছে একুয়েডর। পয়েন্ট সমান হলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে চার নম্বরে উরুগুয়ে।

কাতার বিশ্বকাপের পরই অবসর নিতে পারেন নেইমার

ব্রাসিলিয়া, ১১ অক্টোবর (হি.স) : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। কাতার বিশ্বকাপের পরে নাকি ফুটবল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবেন নেইমার। কাতার পরবর্তী বিশ্বকাপ ২০২৬ সালে হবে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকো এই তিন দেশে। তখন ব্রাজিলিয়ান তারকার বয়স দাঁড়াবে ৩৪। এই বয়সে অনেকেই দাপটের সঙ্গে খেলছেন। মেসি (৩৪), রোনাল্ডোর (৩৬) বয়স এখন নেইমারের চেয়েও অনেক বেশি। অথচ নেইমার জানিয়ে দিলেন, কাতার বিশ্বকাপের পর ফুটবল থেকে সরে যেতে পারেন।

'নেইমার অ্যান্ড দ্য লাইন অব কিংস' নামক ডকুমেন্টারিতে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার বলেছেন, "আমার মনে হচ্ছে কাতারেরই আমি শেষ বিশ্বকাপ খেলতে চলেছি। শেষ এই কারণেই বলছি কেন না আমি জানি না বিশ্বকাপের পর ফুটবল চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার মনের জোর বা মনের অবস্থা কীরকম থাকবে। তাই ভাল কিছুর জন্য সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপাব। দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর জন্য যা কিছু করার দরকার তাই করব। ছোটবেলা থেকেই বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন দেখছি। আমি আশাবাদী বিশ্বকাপ জেতার ব্যাপারে।" ২০০২ সালের পর আর ফুটবল বিশ্বকাপ জিততে পারেনি ব্রাজিল। ২০১৪ সালে দেশের মাটিতে প্রথম বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পান নেইমার। কিন্তু ব্রাজিলকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল চতুর্থ স্থান দখল করে। তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে হেরেছিল নেদারল্যান্ডসের কাছে। ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে সেমিফাইনালেই উঠতে পারেননি নেইমাররা। ২০১৪ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়াকে হারালেও সেই ম্যাচে জুয়ান জুনিগার চ্যালেঞ্জে ভার্টিব্রা ভেঙে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান নেইমার।

'স্পেনবিহীন বিশ্বকাপ ভালো হবে না'

ফুটবল বিশ্বের শীর্ষ দলগুলোর একটি স্পেন। একমাত্র দল হিসেবে তারা টানা জিতেছে ইউরো-বিশ্বকাপ-ইউরো। বর্তমানেও তাদের শক্তি-সামর্থ্য কোনো অংশে কম নয়, কিন্তু আগামী বিশ্বকাপে দলটির অংশগ্রহণ পড়েছে কিছুটা শঙ্কার মুখে। বাছাইয়ে শেষ দুই ম্যাচে একটুখানি হোঁচট খেলেই ঘটতে পারে বিপদ। তবে তেমন কিছু ভাবতেই পারছেন না দিদিয়ে দেশম। ফ্রান্স কোচের মতে, স্পেন ছাড়া বিশ্বকাপ মোটেও আকর্ষণীয় হবে না।

গত জুন-জুলাইয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সবশেষ আসরে দারুণ খেলেছে স্পেন। যদিও সেমি-ফাইনালে ইতালির বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয় তারা। চার দলের নেশন্স লিগের ফাইনালও খেলে লুইস এনরিকের দল। রোববার রাতে ফ্রান্সের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে হাতছাড়া করে শিরোপা।

ছন্দে থেকেও অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে স্পেনের বিশ্বকাপ ভাগ্য। ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে ১০ গ্রুপের শীর্ষ ১০ দল সরাসরি টিকেট পাবে কাতার বিশ্বকাপে।

এখন পর্যন্ত বাছাইয়ে ৬ ম্যাচ খেলে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে আছে স্প্যানিশরা। তাদের চোখ রাঙ্গানি দিচ্ছে সুইডেন; এক ম্যাচ কম খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পরেই আছে তারা।

প্রথম দেখায় এই সুইডেনের বিপক্ষেই হেরেছিল স্পেন। সামনে তাদের দুটি ম্যাচের একটি সুইডেনের বিপক্ষেই। আরেকটিতে প্রতিপক্ষ গ্রুপের তিন নম্বর দল গ্রিস, যাদের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ড্র করেছিল লুইস এনরিকের দল। ২০২৩ কাতার বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নিতে হলে সামনের দুই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই স্পেনের। তাদের হারিয়ে নেশন্স লিগের শিরোপা জেতা ফ্রান্স কোচ দেশমের বিশ্বাস, বাছাইপর্ব উতরানোর সামর্থ্য আছে এই দলের। "এমন কিছু (স্পেন ছাড়া বিশ্বকাপ) চিন্তাই করা যায় না। এটা হবে সবার জন্য খুবই কঠিন। আমি জানি, প্রথম স্থানের জন্য সুইডেনের সঙ্গে লড়াই করছে স্পেন। প্রতিটি ম্যাচই কঠিন। তবে বাছাইপর্ব পার হওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি স্পেনের আছে।"

"এই টুর্নামেন্টগুলোতে ইউরোপের বড় দলগুলোর থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপিয়ান গ্রেটদের একটিকে ছাড়া বিশ্বকাপ হবে খারাপ।"

আগামী নভেম্বরে বাছাই পর্বের শেষ দুই ম্যাচ খেলবে স্পেন। সরাসরি বাছাই পার হতে না পারলেও অবশ্য সুযোগ শেষ হয়ে যাবে না স্পেনের। সেক্ষেত্রে প্লে-অফ খেলে কাতারে যাওয়ার সুযোগ পাবে ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জয়ীরা।

বাছাই পর্বের ১০ গ্রুপের রানার্সআপ ও নেশন্স লিগের সেরা দুই গ্রুপ জয়ী মিলে ১২ দলের প্লে-অফে ইউরোপ থেকে আরও তিনটি দল সুযোগ পাবে কাতার বিশ্বকাপে খেলার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

Name of **the** work: Notice Inviting SNIQ for **"Solvents for HPLC equipment for Multi-Disciplinary Research Unit (MRU), AGMC and GBP Hospital, Agartala"**
One Short Notice Inviting Quotations (SNIQ) as mentioned above are hereby invited from resourceful, experienced and licensed manufacturer or their authorised local supplier. dealer/distributors. For detail tender information and document may be seen at notice board of AGMC and AGMC college website (www.agmc.nic.in).

Sd/- Illegible
Principal
AGMC & GBP Hospital
Agartala

ICA-C-2428/2021-22

Referance:- Case No.Misc 33 of 2020 & o/s dt. 22/09/2020 arising out from Irani p.s GDE No.- 13 dt20/08/2020. Reg. seizure U/S-102 Cr.P.C

এতদ্বারা জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ২০/০৮/২০২০ইং তারিখ বি.এস.এফ সাতলং বিওপি মোট আটটি গরু বর্ডার এ আটক করে ইরানি থানাতে প্রদান করেন যাহা ইরানি থানাতে পুনরায় **U/S- 102 Cr. P.C.** ধারায় বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মাননীয় আদালতকে অবগত করে মাননীয় আদালতে রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং উক্ত আদালতে এর আদেশ মতো এই ঘোষণাপত্র জারি করা হল, এই মর্মে যে মাননীয় আদালতের আদেশ মতে যদি কেউ উক্ত গরুর মালিক হিসাবে দাবিদার থাকেন তাহলে উপযুক্ত প্রমাণ সহ ইরানি থানাতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

গরুগুলির বর্ণনা ঃ-
মোট আটটি গরু এর মধ্যে-
১। একটি কালো ডেকা বাছুর, বয়স ২ বছর অনুমান, শিং নাই।
২। লাল সাদা চিত্রা রং এর আড়াই বছর অনুমান, শিং বের হয় নি।
৩। লাল রং এর বছর অনুমান ৩ বছর, শিং ৪ ইঞ্চির মতো।
৪। শালিক লাল রং এর বছর অনুমান আড়াই বছর, শিং ১ ইঞ্চির এর মতো।
৫। লাল মাইটা রং এর, শিং ৩ ইঞ্চির মতো, বয়স অনুমান ৩ বছর।
৬। মাইটা কালো রং এর বয়স অনুমান ২ বছর, সামান্য শিং বেরিয়েছে।
৭। লাল সাদা মধ্যে রং এর, শিং নাই, বয়স অনুমান ২ বছর।
৮। লাল সাদা মধ্যে রং এর, শিং ১ ইঞ্চির এর মতো, বয়স ৩ বছর অনুমান।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক,
ইরানি থানা, কৈলাসহর
উনকোটি ত্রিপুরা
Dt.03/09/2021

ICA-D-1064/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগরতলার কাছে শালবাগানে অক্সিজেন পার্কের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

শালবাগানে অক্সিজেন পার্কের উদ্বোধন

প্রাকৃতিক উৎসগুলির বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। অক্সিজেনের পর্যাপ্ত যোগানের লক্ষ্যে রাজ্যে কৃত্রিম উৎপাদনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক উৎসগুলির বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে সরকার। রাজ্যে প্রতিটি প্রান্তে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অক্সিজেনের যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্ল্যান্ট স্থাপন সহ একাধিক পরিকল্পনা সফল ভাবে রূপায়িত হয়েছে। আজ গান্ধীগ্রাম শালবাগান এলাকায় বনদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অক্সিজেন পার্কের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পার্কটির উদ্বোধন শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ পার্কটি পরিদর্শন করেন এবং পার্কের বেশ কয়েকটি ছবির আবরণ উন্মোচন করেন।

প্রয়াত বন কর্মীদের ম'তির উদ্দেশ্যে স্থাপিত স্মৃতি সৌধে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা'লি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। এই পার্কটিতে রয়েছে রাজ্যের ১৯টি জাতিগোষ্ঠীর সম্পর্কে নানান তথ্য সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা ও যোগাভ্যাসের ব্যবস্থা। রয়েছে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক চর্চা ও ইতিহাস বিজরিত বিভিন্ন তথ্য জানার সুযোগ। রাজ্যের বিভিন্ন জীবজন্তুর ইতিবৃত্ত। এক কথায় বলতে গেলে এই অক্সিজেন পার্কটি হয়ে উঠেছে তথ্য সমৃদ্ধ এক ছো- ত্রিপুরার সংস্করণ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অক্সিজেন প্ল্যান্টের মাধ্যমে যান্ত্রিক উপায়ে অ'জেন উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ নির্ভর অক্সিজেনের প্রাক'তিক উৎসগুলোর বিকাশেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। আগরতলার উপকণ্ঠে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নবরূপে গড়ে উঠা এই পার্কটি সুস্থ দেহ ও মননের এক অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবুজের আলিঙ্গণে গড়ে উঠা এই পার্কটি নির্মল ও প্রাক'তিক আশির্বাদ ধন্য একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে অধিক সংখ্যক পর্যটকদের রাজ্যমুখী করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথকে আরও সুগম করবে। তার পাশাপাশি রাজ্যের ইতিহাস জড়িত তথ্য সমৃদ্ধ এক সংগ্রহশালা হিসেবে এই পার্কটি নিজেকে মেলে ধরবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ অনুসারে খাবারের ব্যবস্থা, বিশ্রাম, আধুনীকিকরণ এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলার লক্ষ্যে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অ'জেনদাতা রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ত্রিপুরা। মোট ভূ-ভাগের একটা বড় অংশ বনভূমি। করোনা পরিস্থিতি মানুষকে অক্সিজেনের গুরুত্ব আরও বেশি করে অনুভব করতে শিখিয়েছে। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের প্রতি জেলায় অক্সিজেনের পর্যাপ্ত যোগানের লক্ষ্যে প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে। স্মৃতিবন কর্মসূচি রাজ্যে সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। অধিক মাত্রায় বনায়ণে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে এই প্রকল্পটি।

উদ্বোধন হওয়া অক্সিজেন পার্কটির প্রচার এবং প্রসারে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কেন্দ্রটিকে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এর সুরক্ষার দিকটি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্গোৎসবের আনন্দ উপভোগের পাশাপাশি সময় বের করে সপরিবারে এই পার্কটির নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় অতিবাহিত করতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী এন সি দেববর্মা বলেন, আগরতলা পুর নিগম এলাকা সংলগ এই পার্কটি একটি অন্যতম বিনোদন ও তথ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে নবরূপে এই পার্কটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নগর সভ্যতার প্রসার প্রভাব ফেলে বনায়ণে। এই নগর সভ্যতার বিস্তারের পাশাপাশি সুস্থ এবং নির্মল পরিবেশের স্বার্থে প্রয়োজন পর্যাপ্ত বৃক্ষ সৃজন। বেশ কয়েক দশক আগে রাজন্য ত্রিপুরার তৎকালীন রাজা এদিন উদ্বোধন হওয়া অক্সিজেন পার্কের জায়গায় বৃক্ষ সৃজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে এই পার্কটি। রাজ্যে উপলব্ধ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিডের সংগ্রহ ও তার পরিচর্যায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বনদপ্তর। আগামী দিনে এই কেন্দ্রটি আরও প্রচার এবং প্রসারের মাধ্যমে পর্যটকদের কাছে অন্যতম একটি কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক বি কে শর্মা প্রমুখ।

কৃষকদের বিনামূল্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ অক্টোবর।কৃষি এবং কৃষকের সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত জোট সরকার। এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই কৃষক এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে চলেছে। কল্যাণপুর কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের সামনে কৃষি মহকুমার অন্তর্গত ব্লক এলাকার বিভিন্ন কৃষকদের মধ্যে কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি বিতরণ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কথাগুলো বলছিলেন ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। এদিন নির্বাচিত ১০ জন কৃষকের হাতে ট্রাক্টর সহ বিভিন্ন প্রকার কৃষি সহায়ক সামগ্রী বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হয়।

এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী ছাড়াও ছিলেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গুপ,কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান কাশীনাথ বর্মা, কৃষি তত্ত্বাবধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা প্রমুখরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিনামূল্যে কৃষি এবং কৃষক সহায়ক যন্ত্রপাতি পেয়ে কৃষকরা যেমন একদিকে খুশি ঠিক তেমনি সরকারের ভূমিকায় খুশির আবহ পরিলক্ষিত হয় সর্ব সাধারণের মধ্যে। এদিন মোট ১২ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে এই কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয়েছে বলে এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে জানিয়েছেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে হেরে আইসিইউতে চেক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মিলোস জেমান

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): চেক প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিরোধীদের জয়ের খবরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মিলোস জেমান। ভোটে সমর্থিত জোটের ভরাডুবির খবরে অসুস্থ হয়ে পড়া দেশটির প্রেসিডেন্ট মিলোস জেমানকে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশ হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হুইলচেয়ারে চলাচলকারী প্রেসিডেন্ট মিলোস জেমানকে রাজধানী প্রাগের কেন্দ্রীয় সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৭৭ বছর বয়সি প্রেসিডেন্ট ডায়াবেটিসেও আক্রান্ত। হাসপাতালের পরিচালক জেমান গণমাধ্যমকে বলেন, প্রেসিডেন্ট মিলোস জেমানকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে। তাকে ডায়াগনোসিস অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।"

শনিবার ভোটের ফলের পর নতুন সরকার গঠন নিয়ে তার আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার কথা ছিল। প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা ও জলশূন্যতায় ভুগছেন। গত মাসে তিনি ৮ দিন হাসপাতালে ছিলেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ বাবিসের সঙ্গে বৈঠকের পরপরই প্রেসিডেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে হাসপাতালে প্রবেশের সময় কর্মীরা প্রেসিডেন্টের মাথা তুলে ধরে রেখেছেন।

বিরোধীদের কাছে হেরে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বাবিস ও তার দল এএনও পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলেছেন। বিরোধী জোট "স্পোলু" পেয়েছে ২৭.৮ শতাংশ ভোট এবং ক্ষমতাসীন এএনও পেয়েছে ২৭.১ শতাংশ ভোট।

বিরোধী জোট সরকার গঠনের কথা ভাবলেও প্রেসিডেন্ট বলেছেন তিনি কোনও জোটকে নয়, বরং একক দলকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাবেন। যদি তাই হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট তার সহযোগী প্রধানমন্ত্রীকেই আবার সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন। কেননা, একক দল হিসেবে এএনও বেশি ভোট পেয়েছে।

কেন্দ্রের ছাড়পত্র পেল রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার নতুন বিমান সংস্থা "আকাসা এয়ার"

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): পরিষেবা শুরু হচ্ছে নয়া বিমান সংস্থা "আকাসা এয়ার"। ধনকুবের রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার এই বিমান সংস্থাকে অনুমোদন করেছে কেন্দ্র সরকার।আগামী ২০২২ সালে উড়ান শুরু করবে আকাসা।

জেট এয়ারওয়েজের প্রাক্তন সিইও বিনয় দুবেও এই এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যুক্ত। আপাতত ২০২২ সাল থেকে উড়ানের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহণ অধিদফতরের (ডিজিজিএ) লাইসেন্সের অপেক্ষা।

আকাসার বোর্ডে আছেন ইন্ডিগোর প্রাক্তন সভাপতি আদিত্য ঘোষও। সংস্থার উচ্চপদস্থরা এই খবর শেয়ার করেছেন এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা এবং তাঁর স্ত্রী ও ব্যবসায়িক পার্টনার রেখা ঝুনঝুনওয়ালা।

এয়ারবাসের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার ক্রিশ্চিয়ান শেরার সম্প্রতি জানান, বিমান কেনার চুক্তির বিষয়ে আকাসার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

মার্কিন বিমান নির্মাতা বোয়িং-এর সঙ্গে তাদের জনপ্রিয় বি ৭৩৭ ম্যাক্স বিমান ক্রয়ের বিষয়েও আলোচনা চলছে। এভিয়েশনের বাজারে এয়ারবাসের এ৩২০ সিরিজের বিমানগুলি বোয়িং-এর ব৭৩৭ বিমানের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সূত্রের খবর, আগামী ৪ বছরে মোট ৭০টি বিমানের ফ্লিট গড়ার লক্ষ্য আকাসার। ইতিমধ্যেই আকাসা এয়ারের জন্য ২৪৭.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ যোগীর, বললেন সমস্ত জেলায় হবে মেডিক্যাল কলেজ

লখনউ, ১১ অক্টোবর (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য অভিযানের অধীনে "অন্ত্যোদয়" কার্ডধারীদের হাতে আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই অনুষ্ঠানে যোগী জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের সমস্ত জেলাতেই হবে মেডিক্যাল কলেজ, যাতে রাজ্যের মানুষ উপকৃত হন। সোমবার এই অনুষ্ঠানে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'রাজ্যের সমস্ত মানুষকে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করাই লক্ষ্য।'

তিনি জানিয়েছেন, '১৯৪৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১৫টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল, এখন ৪৯টি মেডিক্যাল কলেজ চলছে। পিপিপি মডেলে তৈরি করা হয়েছে ১৬টি। রাজ্যে প্রতিটি জেলায় পাবে মেডিক্যাল কলেজ।' যোগী আদিত্যনাথ এদিন আরও বলেছেন, '১৯৪৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত, দিল্লিতে মাত্র একটি এইমস ছিল।

বিজন ধরের প্রয়াণে বিলোনীয়ায় সিপিএমের শোক মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনিয়া, ১১ অক্টোবর ।। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটির চ্যায়ারম্যান বিজন ধর প্রয়াত হন কোলকাতার এক বেসরকারি নার্সিং হোমে, সোমবার ভোর চারটা নাগাদ উনি না ফেরার দেশে চলে যান।মৃত্যুকালে ওনার বয়স ছিল ৭১ বৎসর ওনার মৃত্যুর খবর পেয়ে শোক স্তব্ধ বিলোনিয়া সিপিআইএম কর্মি সমর্থকরা আজ দুপুর ১২ টা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে এক শোক মিছিল বের হয় ,মিছিল টি বিলোনীয়া শহরের একনং টিলা থেকে বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের সামনে থেকে পুনরায় সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।মিছিল শেষে বিজন ধরের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির এবং বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীসমর্থকরা। পাশাপাশি বিজন ধরের প্রতি শোক বার্তা জানাতে গিয়ে সিপিএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত বলেন ,বিজন ধরের মৃত্যু আমাদের কাছে এক গভীর শোক ,উনি ছিলেন পার্টির অন্যতম নেতা অভিভাবক, এবংএকই সঙ্গে ওনাকে আমরা পেয়েছি বন্ধুর মতো, পার্টির সংকটময় পরিস্থিতিতে উনি পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, বিজন ধরের মৃত্যু আমাদের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি, উনার অসমাপ্ত কাজ আমরা পূরণ করবোই, এদিনের শোক মিছিলে ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত ,রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সেন ,সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী সমর্থকরা।

জম্মু থেকে গ্রেফতার সন্দেহভাজন পাকিস্তানি গুপ্তচর

জম্মু, অক্টোবর ১১ (এইচএস)। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) একটি বিশেষ অভিযানের সময় জম্মুর গান্ধীনগর এলাকা থেকে একজন সন্দেহভাজন গুপ্তচরকে গ্রেফতার করেছে, যারা পাকিস্তানকে এখানকার সংবেদনশীল এলাকা সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। ধৃত সন্দেহভাজন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে স্থানীয় পুলিশ।

সোমবার এক ঊর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, এই গুপ্তচর সম্প্রতি জম্মুর বেশ কয়েকটি ধর্মীয় স্থানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ভিডিও ও ছবি ইন্টারনেট মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানে বসে তার উপরের নেতাদের কাছে শেয়ার করেছেন। এই বিষয়ে জানতে পেরে, এসওজি রবিবার একটি বিশেষ অভিযান শুরু করে এবং গান্ধী নগর থেকে গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত গোয়েন্দার বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। তাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত করা হয়েছে যে গ্রেফতার গুপ্তচর পাকিস্তানে বসে মাস্টারদের কাছে ধর্মীয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ভিডিও এবং ছবি শেয়ার করেছে। গ্রেফতার হওয়া সন্দেহভাজনের পরিচয় এই মুহূর্তে প্রকাশ করা হয়নি।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান-ইরান থেকে পণ্যবাহী জাহাজ আসবে না আদানি বন্দরে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): পাকিস্তান-আফগানিস্তান-ইরান থেকে পণ্যবাহী জাহাজ আসবে না আদানি বন্দরে। আদানি পোর্টস এবং এসইজেড (এপিএসইজেড)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের কার্গো কন্টেনার গ্রহণ করা হবে না। সেই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত থার্ড পার্টি টার্মিনাল সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে। আফগানিস্তান থেকেই আদানির মুন্দ্রা বন্দরে প্রায় ৩ হাজার কিলোগ্রাম হেরোইন এসেছিল। সেটা ধরা পড়েছিল রাজস্ব-সংক্রান্ত গোয়েন্দা অধিদফতরের হাতে। এটিই এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ পরিমাণ হেরোইন পাচার ধরা পড়ার ঘটনা। এই বিপুল হেরোইনের বাজারদর প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা। এর পরেই নড়েচড়ে বসে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার পর এপিএসইজেড একটি স্পষ্টীকরণ জারি করেছিল যে এটি কনটেইনার বা কার্গোগুলির উপর কোন পুলিশি কর্তৃত্ব রাখে না যা এটি দ্বারা পরিচালিত টার্মিনালগুলির মধ্যে দিয়ে যায়।

হেরোইনের উৎপত্তি আফগানিস্তানে এবং ইরানের আব্বাস বন্দর থেকে মুন্দ্রা বন্দরে দুটি কন্টেনারে তা পাঠানো হয়েছিল। জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনআইএ) এই কেসের তদন্ত করছে। মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিকপদার্থ আইন এবং বেআইনি কার্যকলাপ(প্রতিরোধ) আইনের অধীনে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এই মামলায় চারজন আফগান, একজন উজবেক এবং তিনজন ভারতীয় নাগরিকসহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শোপিয়ানে এনকাউন্টার, জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান সুরক্ষা বাহিনীর

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর (হি.স.): কাশ্মীরে ফের এনকাউন্টার। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয়েছে গুলির লড়াই। শোপিয়ান জেলার ইমামসাহেব এলাকার তুলরানের ঘটনা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে। গুলির লড়াই চলাকালীন জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানায় সুরক্ষা বাহিনী। কিন্তু, সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শোপিয়ান জেলার ইমামসাহেব এলাকার তুলরানে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। খবর পাওয়ার পরই সোমবার রাত থেকে ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। পুলিশের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণ করতেও বলা হয়। কিন্তু, জঙ্গিরা গুলি চালাতেই থাকে।

কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে সূচনা হল কাপড় ব্যাংকের

নিজস্ব প্রতিনিধি কল্যাণপুর ১১ অক্টোবর।। রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম কোনো প্রেসক্লাবের উদ্যোগে কাপড় ব্যাংকের পথ চলা শুরু। এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল খোয়াই জেলার নবগঠিত কল্যাণপুর প্রেসক্লাব। সোমবার মহাষষ্ঠীর পূন্যলগ্নে আনন্দঘন এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে কাপড় ব্যাংকের উদ্বোধন করেন কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। এদিন এই উদ্বোধনী মঞ্চে বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী ছাড়াও ছিলেন কল্যাণপুর আর ডি ব্লক এর চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, কল্যাণপুরের বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কানাই শীল, ছিলেন বিএসি চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস দেব রায় , বিশিষ্ট সমাজসেবক জীবন দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক রাজীব ঘোষ। শ্রী ঘোষ এই সময়ের মধ্যে কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিগুলোর বৃত্তান্ত তুলে ধরার পাশাপাশি কাপড় ব্যাংক গড়ে তোলা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এখানে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে আজকের এক দিনই মানুষের মধ্যে কাপড় দেওয়ার মাধ্যমেই এই কাপড় ব্যাংকের কাজ শেষ হবে না, এই কাপড় ব্যাংক সারা বছর ব্যাপী চালু থাকবে এবং সাধারণ মানুষের যখনই প্রয়োজন পড়বে প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে কাপড় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি জানান। এদিন এই কাপড় ব্যাংকের উদ্বোধন নিয়ে অনেকটাই আপ্লুত এবং উদ্দীপিত ভাবে আলোচনা করছিলেন এলাকার বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। তিনি প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানান সামাজিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসার জন্য। তিনি আশ্বস্ত করেন আগামী দিন প্রেসক্লাব যেকোনো ধরনের সামাজিক কর্মসূচি যখনই হাতে নেবে তখন এলাকার বিধায়ক হিসেবে এবং একজন সাধারন মানুষ হিসেবে প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন। এছাড়াও প্রেসক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে আলোচনা করেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ , বিশিষ্ট শিক্ষক কানাই শীল, বিশিষ্ট নাগরিক অসিত বরণ ঘোষ প্রমুখরা।

এই উদ্বোধনী মঞ্চের সভাপতি তথা প্রেসক্লাবের সভাপতি সজল দেব এই মহতী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের যারা যারা প্রেসক্লাবকে সহায়তা করেছেন, প্রেসক্লাবের আহবানে যারা যারা সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছেন তাদেরকে বিনম্রভাবে অভিনন্দন জানান, ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনেও সকলকে সাথে নিয়ে সকলের প্রয়োজনে এই কল্যাণপুর প্রেসক্লাব বরাবরই পাশে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এদিন কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে কাপড় ব্যাংকের উদ্বোধনের পর বিধায়ক সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিদের হাত ধরে শতাধিক কাপড় সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।এখানে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, মহিলা এবং বাচ্চাদের কাপড় তুলে দেওয়া হয়।

প্রেসক্লাব সূত্রে জানা যায় এই পূজার সময় বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় গিয়েও প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ কাপড় বিতরণ করবে। প্রেসক্লাবের এই কাপড় ব্যাংকের উদ্বোধন নিয়ে গোটা এলাকায় ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষরা কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বড়জলায় সার্বজনীন দুর্গাপূজায় সোমবার ষষ্ঠীপূজার একটি দৃশ্য। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।